ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-297 ■ 27 July, 2026 ■ আগরতলা ২৭ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ১০ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নন্দন নিলেকানির নেতৃত্বে টাস্কফোর্স গঠন

পরীক্ষা সংস্কারে রোডম্যাপ তৈরির নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই(আইএএনএস) ।। দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য এবং প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নন্দন নিলেকানির নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠনের ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

রবিবার এক ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানান, এই টাস্ক ফোর্সের সুপারিশের ভিত্তিতে আগামী দিনের বিভিন্ন পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আধার প্রকল্পের অন্যতম রূপকার নন্দন নিলেকানিকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত এমন সময়ে নেওয়া হয়েছে, যখন প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলনের পর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেছেন।

ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত সরকার শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। যারা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, তারা এখন জেলে রয়েছে। ইতোমধ্যেই ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি কঠোর আইনি বিধান অন্তর্ভুক্ত করে সংসদে নতুন আইন আনার দিকেও আমরা এগোচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, তবে আমাদের ভবিষ্যতের দিকেও নজর দিতে হবে। দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছ এবং প্রযুক্তিনির্ভর। এই বিষয়গুলি মাথায় রেখেই বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ নন্দন নিলেকানির নেতৃত্বে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাস্ক ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

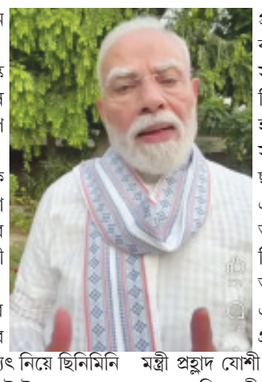

প্রধানমন্ত্রী জানান, পরীক্ষা সংস্কার নিয়ে এই টাস্ক ফোর্স কাজ করবে এবং তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দ্রুত সময়ের মধ্যে আগামী পরীক্ষাগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নন্দন নিলেকানি ছাড়াও টাস্ক ফোর্সে থাকছেন প্রাক্তন ইসরো চেয়ারম্যান এস. সোমনাথ, প্রাক্তন আইবি প্রধান তপন ডেকা, আইআইটি মাদ্রাজের পরিচালক ভি. কামাকোটি, প্রাক্তন শিক্ষা সচিব অনিতা করওয়াল এবং লজিস্টিক্স বিশেষজ্ঞ অমৃত লাল মীনা।

এদিকে, রবিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ধন্যবাদ জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ তিনি লেখেন, আজ আমি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আমার ওপর আস্থা রেখে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

তিনি আরও বলেন, আমি বিনয়ের সঙ্গে এবং গভীর দায়িত্ববোধ নিয়ে এই দায়িত্ব গ্রহণ করছি। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্র আন্দোলনে পুলিশি পদক্ষেপে জবাবদিহির দাবি রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (আইএএনএস)।। নিট প্রশ্নফাঁস এবং অন্যান্য পরীক্ষায় অনিয়মের প্রতিবাদে আন্দোলনরত ছাত্রদের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর জবাবদিহির দাবিকে কেন্দ্র করে রবিবার বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। একদিকে বিজেপি অভিযোগ করেছে, রাজনৈতিক স্বার্থে অশান্তি উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন রাহুল গান্ধী। অন্যদিকে কংগ্রেস জানিয়েছে, বিষয়টি সংসদে জোরালোভাবে উত্থাপন করা হবে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখে রাহুল গান্ধী ২০ জুলাই দিল্লিতে নিট প্রশ্নফাঁস ও পরীক্ষায় অনিয়মের প্রতিবাদে আন্দোলনরত ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযানের জন্য জবাবদিহি দাবি করেন।

রাহুলের চিঠির প্রতিক্রিয়ায় বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় তিওয়ারি বলেন, কংগ্রেস ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানোর ভান করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে। তিনি বলেন, 'এতদিন যুবকদের জন্য তারা কিছুই করেনি। এখন শুধু আন্দোলন উসকে দেওয়ার জন্য বিষয়টি তুলছে। ছাত্রদের প্রতি তাদের কোনও প্রকৃত উদ্বেগ নেই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার নিশ্চিত করেছে, দেশের ভবিষ্যৎ ছাত্রদের সঙ্গে কোনও অন্যায় হতে দেওয়া হবে না।'

বিজেপি নেতা পি. ভি. এন. মাধবও রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করে বলেন, ছাত্রদের উদ্বেগের বিষয়টি বিবেচনা করে কেন্দ্র পদক্ষেপ নেওয়ার পরও বিরোধীরা সমালোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, 'রাহুল গান্ধী সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ গ্রহণ করে ছাত্রসমাজের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু তবুও বিরোধীরা সমালোচনা করছে। এতে রাহুলের হতাশাই স্পষ্ট, কারণ প্রধানমন্ত্রী মানুষের আস্থা অর্জন করছেন।'

অন্যদিকে কংগ্রেস রাহুল গান্ধীর দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বলেছে, আন্দোলনরত ছাত্রদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের ঘটনায় সরকারের জবাব দেওয়া উচিত। দলটি জানিয়েছে, চলতি সংসদ অধিবেশনেই এই ইস্যু উত্থাপন করা হবে।

কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রবীণ চক্রবর্তী বলেন, 'ছাত্রদের উপর পেলেট গান চালানো কি সঠিক ছিল? কে এই নির্দেশ দিয়েছিল এবং কোন ভিত্তিতে? ছাত্ররা কী অপরাধ করেছিল? কেন তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো হল? কেন অস্ত্র ব্যবহার করা হল? অন্য রাজনৈতিক নেতারা কেন এ নিয়ে মুখ খুলছেন না? রাহুল গান্ধী যথার্থ প্রশ্ন তুলেছেন। আমরা অবশ্যই এই বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করব।'

কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দির রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ জুলাই।। বিশালগড় কেন্দ্রীয় জেলে এক বিচারাধীন বন্দির মৃত্যুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের নাম প্রণব পাল। তিনি ক্যাম্পের বাজার এলাকার বাসিন্দা। প্রায় দেড় মাস আগে মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত এনডিপিএস মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁকে বিচারাধীন বন্দি হিসেবে বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে রাখা হয়েছিল। রবিবার সংশোধনাগারের অভ্যন্তরে তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন এবং স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পরিবারের অভিযোগ, প্রণব পালের মৃত্যু স্বাভাবিক নয় এবং এর পেছনে রহস্যজনক পরিস্থিতি রয়েছে। তাঁদের দাবি, কী পরিস্থিতিতে, কখন এবং কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, সে বিষয়ে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। ফলে এই মৃত্যুকে ঘিরে একাধিক প্রশ্ন সামনে এসেছে।

পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, একজন সুস্থ বিচারাধীন বন্দির হঠাৎ মৃত্যু অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তাঁরা জানতে চান, মৃত্যুর আগে বন্দি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন কি বাত অনুষ্ঠানে

ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র চোংপ্রেং'র পুনর্জাগরণের কাহিনী তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই ।।ফের প্রধানমন্ত্রীর "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে যথে এলো ত্রিপুরার নাম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয় রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর আজকের পর্বে উঠে এল ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী উপজাতীয় বাদ্যযন্ত্র 'চোংপ্রেং'-এর পুনর্জাগরণের অনুপ্রেরণাদায়ক গল্প। প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেন, ত্রিপুরার এক অনুপ্রেরণামূলক উদ্যোগ ভারতের সমৃদ্ধ লোকসংগীতের ঐতিহ্যকে নতুন করে জীবন্ত করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

তিনি আরও বলেন, 'চোংপ্রেং' ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ঐতিহ্যবাহী তারবাদ্য। বাঁশ দিয়ে তৈরি এই বাদ্যযন্ত্রে তিনটি তার থাকে এবং এর সুর অনেকটাই সরোদের সুরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করে।

এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরার সুরজ কুমার দেববর্মা 'চোংপ্রেং'-কে নতুন প্রজন্মের কাছে আবারও জনপ্রিয় করে তোলার উদ্যোগ নেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই আজ এই ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র নতুন করে পরিচিতি ও মর্যাদা অর্জন করছে। বিশেষ করে উপজাতীয় লোকসংগীতে এর অবদানের কথা স্বীকার করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর এই উল্লেখ ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যবাহী সংগীতকে জাতীয় স্তরে নতুন করে তুলে ধরার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আনন্দের ও গর্বের মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন কি বাত কার্যক্রমকে সাদরে গ্রহণ করেছেন সাধারণ মানুষ। সবাই এটা শোনার জন্য এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। আজকের কার্যক্রমে ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র 'চৌংপ্রেং' এর সংরক্ষণ ও প্রসারে সূরজ কুমার দেববর্মার অনন্য উদ্যোগের বিশেষ উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

আজ ১৩ প্রতাপগড় মন্ডলের ৫১ নং বুথে আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের ১৩৬ তম পর্ব সম্প্রচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঃ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের ১৩৬তম পর্ব উপলক্ষে রবিবার আগরতলা পুরনিগমের ৮ টাউন বড়দোয়ালী এলাকার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে এক বিশেষ শ্রবণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য-সহ বিজেপির অন্যান্য নেতা-কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী প্রতি বারের মতো এবারও 'মন কি বাত'-এ দেশের উন্নয়ন, জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫০ লাখ টাকার গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই ।। নেশার বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ), গোয়েন্দা শাখা এবং যাত্রাপুর থানার যৌথ বাহিনী। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে প্রায় তিন ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে সিপাহিজলা জেলার যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত থলিবাড়ি এডিসি ভিলেজ এলাকা থেকে ২১১ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রবিবার এই ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে যাত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পার্থনাথ ভৌমিক বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এসটিএফ, গোয়েন্দা শাখা, যাত্রাপুর থানার পুলিশ, টিএসআর জওয়ান-সহ প্রায় ৪০ জনের একটি যৌথ বাহিনী থলিবাড়ি এডিসি ভিলেজ এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানের সময় একটি কৃষিজমির পাশের ছড়ার ধারে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা প্লাস্টিকে মোড়ানো সাতটি বস্তা থেকে মোট ২১১ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তবে এই মাদক কারবারের সঙ্গে কারা জড়িত, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ওসি পার্থনাথ ভৌমিক জানান, ঘটনায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। গাঁজার প্রকৃত মালিক এবং পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত চালানো হচ্ছে।তিনি আরও বলেন, 'নেশামুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে পুলিশের এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুরাগের মৃত্যু একটি সাধারণ আত্মহত্যার ঘটনা নয় ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই ।। ত্রিপুরার প্রাক্তন পুলিশ মহানির্দেশক (ডিজিপি) অনুরাগের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি পুনর্ব্যক্ত করল প্রদেশ কংগ্রেস। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি জানান কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (সিডব্লিউসি) সদস্য ও প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা এবং দলের প্রবীণ নেতা প্রশান্ত সেন চৌধুরী।

সুদীপ রায় বর্মন বলেন, রাজ্য সরকার যদি কিছু গোপন না করে থাকে, তাহলে হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে বিচার বিভাগীয় তদন্তে আপত্তির কোনও কারণ থাকা উচিত নয়। তিনি প্রশ্ন তোলেন, সরকার কেন এখনও এমন তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছে না।কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, অনুরাগের মৃত্যু একটি সাধারণ আত্মহত্যার ঘটনা নয়, বরং এর পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। প্রকৃত ঘটনা সামনে আসা রোধ করতেই সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্তে অনীহা দেখাচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। তিনি ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রতিও আবেদন জানিয়ে বলেন, এই ঘটনায় আদালতের স্বতঃপ্রণোদিত (সুয়ো মোটো) হস্তক্ষেপ করা উচিত। তাঁর মতে, রাজ্যের পুলিশ প্রধানের রহস্যজনক মৃত্যু কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়; এটি সমগ্র রাজ্য তথা দেশের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। সুদীপ রায় বর্মন আরও বলেন, রাজ্যের মানুষ, পুলিশকর্মী এবং সরকারি আধিকারিকরা এই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে চান। যদি এত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনার সত্য সামনে না আসে, তাহলে সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে।

উল্লেখ্য, গত ২০ জুলাই আগরতলার রাজ্য পুলিশ সদর দফতরে নিজের দপ্তরের সংলগ্ন শৌচাগার থেকে ১৯৯৪ ব্যাচের আইপিএস অফিসার ও তৎকালীন ডিজিপি অনুরাগের দেহ উদ্ধার হয়।

ঘটনার তদন্তে ইতোমধ্যেই তিন সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। এদিকে, এই ঘটনায় হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছে সিপিআই(এম), সিপিআই-সহ একাধিক বিরোধী রাজনৈতিক দলও। কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট পৃথকভাবে প্রতিবাদ কর্মসূচিও পালন করেছে। তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

নিট-ইউজি বিতর্কীত পরীক্ষায় প্রয়াত

পরীক্ষার্থীদের স্মরণে আগরতলায় শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই ।। জাতীয় স্তরে নিট পরীক্ষা নিয়ে বিতর্ক এবং ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রবিবার আগরতলার সার্কিট হাউস এলাকায় প্রয়াত পরীক্ষার্থীদের স্মরণে এক মোমবাতি প্রজ্বলন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং গণতন্ত্র ও শিক্ষার অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এর পর উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার শপথ গ্রহণ করেন। পরে প্রয়াত ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রবীণ আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন। তিনি বলেন, ছাত্রসমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দেশের গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতিফলন। তাঁর দাবি, ছাত্র-যুবদের আন্দোলনের ফলেই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেছেন।

তিনি আরও বলেন, দেশের সংবিধান ও শিক্ষাব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখতে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা উপেক্ষা করেও টানা কয়েকদিন আন্দোলন চালিয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন বলেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রত্যেক নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। ভবিষ্যতেও দেশের গণতন্ত্র রক্ষা এবং শিক্ষার প্রসারের আন্দোলনে ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

জঙ্গলের ছড়া থেকে পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই ।। খোয়াই থানার অন্তর্গত লাটাবাড়ি রাধানগর আখড়াপাড়া এলাকায় জঙ্গলের একটি ছড়া থেকে এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম বাদল সাঁওতাল (৫০)। রবিবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ কয়েকজন স্থানীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তীর্থমুখে ঝর্ণায় স্নান করতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ জুলাই।। গোমতী জেলার তীর্থমুখে ঝর্ণায় স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে মায়ের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে পরিবেশ।

মৃত যুবকের নাম দোলন চাকমা (২৬)। তাঁর বাড়ি নতুনবাজার থানার অন্তর্গত লাম্প্রা বাজার এলাকার ঠান্ডা চন্দ্র উচয়পাড়ায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দোলন চাকমা তীর্থমুখে ঝর্ণায় স্নান করতে নেমেছিলেন। সেই সময় তিনি ডুম্বুর জলাশয়ের গভীর জলে তলিয়ে যান। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনী ও নতুনবাজার থানার পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান শুরু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা-মিজোরাম সীমান্ত সমস্যা নিরসনে আগস্টে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত ত্রিপুরা-মিজোরাম আন্তঃরাজ্য সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আগামী আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে আগরতলায় দুই রাজ্যের উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার উদ্যোগে এই বৈঠকের আয়োজন করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, বৈঠকে ত্রিপুরা ও মিজোরাম সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব, ত্রিপুরা সরকারের রাজস্ব সচিব, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক, সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার-সহ দুই রাজ্যের একাধিক উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিক উপস্থিত থাকবেন।

জানা গেছে, সম্প্রতি শিলংয়ে অনুষ্ঠিত নর্থ ইস্ট কাউন্সিল (এনইসি)-এর বৈঠকের ফাঁকে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা এবং মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে আন্তঃরাজ্য সীমান্ত সমস্যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়ে যে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতায় আগরতলায় এই বৈঠকের আয়োজন করা হচ্ছে।

জাগরণ আগরতলা ২৭ জুলাই, ২০২৬ ইং
১০ শ্রাবণ, সোমবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারে উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক

দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, সুরক্ষিত ও প্রযুক্তিভিত্তিক করতে ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নন্দন নিলেকানির নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠনের কথা ঘোষণা করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।একটি সাম্প্রতিক ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানান, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখিতে কেন্দ্র এই পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ এবং পরীক্ষা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ করা হইবে।

টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টের ভিত্তিতে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়া যারা ছিনিমিনি খেলিয়াছে, তারা বর্তমানে জেলে। দেশে ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট তৈরি করা হইয়াছে এবং কড়া আইন পাশ করা হইতেছে। তবে আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ করিতে হইবে।'পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংস্কারে টাস্ক ফোর্স গঠন করিলে পরীক্ষা পদ্ধতির স্বচ্ছতা, গুণগত মান এবং নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বিশেষজ্ঞদের নিয়া গঠিত টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে এই সংস্কার কার্যকর হইলে প্রশ্ন তৈরি থেকে বিতরণ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ায় এনক্রিপশন ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি শূন্যে নামাইয়া আনা সম্ভব।পরিবহন ও ট্র্যাকিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা যায়।গৎবাঁধা বা নোট বই নির্ভর প্রশ্নের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা যাচাইয়ের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা যায়।নির্দিষ্ট মানদণ্ড মানিয়া প্রশ্ন তৈরি নিশ্চিত করা হয়, যেন সব শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ তৈরি হয়। অ্যালগরিদমের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রশ্ন সেট তৈরির ব্যবস্থা গঠন করা যায়।বৃহৎ পরিসরে নিরপেক্ষ ও দ্রুত মূল্যায়নের জন্য ডিজিটাল পরীক্ষা কাঠামোর রূপরেখা তৈরি করা সম্ভব হয়।শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সমাজ ব্যবস্থার কাছে পুরো পরীক্ষা প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা ও আস্থা নতুন করিয়া তৈরি হয়।খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতি সহজ ও বৈষম্যহীন করিবার সুপারিশ প্রণয়ন করা যায়।

দেশের পরীক্ষাব্যবস্থায় সংস্কারের লক্ষ্যে এ বার টাস্ক ফোর্স গঠন করিবার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। এর নেতৃত্বে থাকিতেছেন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ইনফোসিস-এর সহ প্রতিষ্ঠাতা নন্দন নীলেকণি। রবিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করিয়া এই খবর জানাইয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই। ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং পরীক্ষাব্যবস্থায় অনিয়মের প্রতিবাদে ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভের জেরে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। এই আবহে প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়াই মনে করা হইতেছে।

প্রধানমন্ত্রী জানাইয়াছেন, এই টাস্ক ফোর্স পরীক্ষাব্যবস্থায় সংস্কারের বিষয়টিকেই অগ্রাধিকার দেবে। কোথায় সংস্কার প্রয়োজন, তাহা জানাইয়া সরকারের কাছে দ্রুত প্রস্তাব পাঠাইবে। মোদী জানাইয়াছেন, টাস্ক ফোর্সের প্রস্তাব মানিয়া আগামী পরীক্ষাগুলিতে স্বচ্ছতার বিষয়টি সুনিশ্চিত করিবে সরকার। নিট-আন্দোলনের আবহে এই নিয়া তিনটি ভিডিয়ো পোস্ট করিলেন মোদী। নীলেকণি তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ হিসেবেই পরিচিত। আধার কার্ডের মাধ্যমে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে দেশের সকল নাগরিকের পরিচয় নথিবদ্ধ করিবার পরিকল্পনা তাঁহারই মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল। নীলেকণির নেতৃত্বাধীন এই টাস্ক ফোর্সে কারা কারা থাকিবেন, তাহা জানাইয়াছে কেন্দ্র। থাকিতেছেন ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান এস সোমনাথ, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা আইবি-র প্রাক্তন অধিকর্তা তপন ডেকা, আইআইটি মাদ্রাজের অধিকর্তা ভি কামকোটি, দেশের প্রাক্তন শিক্ষাসচিব অনীতা করবাল এবং প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ অমৃতলাল মীণা। পরীক্ষাব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা ভিডিয়োবার্তায় তুলিয়া ধরেন প্রধানমন্ত্রী। জানান, পরীক্ষাব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ এবং বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতেছে সরকার। প্রযুক্তিকে যথাসম্ভব ব্যবহার করিবার সিদ্ধান্তও নেওয়া হইয়াছে।প্রধানমন্ত্রী এ-ও জানান যে, দেশের পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত রাখিতে একাধিক পদক্ষেপ করিয়াছে সরকার। তিনি বলেন, "যাঁরা পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছেন, তাঁহারা এখন জেলে রহিয়াছেন।"

"শেখা কখনও বন্ধ করো না", কমনওয়েলথ গেমসে অল-অ্যারাউন্ড ফাইনালে উঠে বার্তা ভারতীয় জিমন্যাস্ট যোগেশ্বর সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (আইএএনএস): কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ পুরুষদের অল-অ্যারাউন্ড জিমন্যাস্টিকস ফাইনালে যোগ্যতা অর্জনের পর দেশের তরুণ ক্রীড়াবিদদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন ভারতীয় জিমন্যাস্ট যোগেশ্বর সিং। তিনি বলেন, 'শেখা কখনও বন্ধ করো না।' একইসঙ্গে ভারতীয় জিমন্যাস্টিকসের ক্রমোন্নতি, উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং নতুন প্রজন্মের সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

রবিবার "অলিম্পিক্স খেল"-এর শেয়ার করা একটি ভিডিওতে যোগেশ্বর বলেন, 'ভারতের হয়ে কমনওয়েলথ গেমসে প্রতিনিধিত্ব করা আমার কাছে অন্যতম বড় প্রতিযোগিতা।'

ভারতে জিমন্যাস্টিকসের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ভারত এখন খেলাধুলার ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং জিমন্যাস্টিকসও ধাপে ধাপে উন্নতি করছে। অনেক বেসরকারি অ্যাকাডেমি এবং সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিদেশি কোচ ও আধুনিক সরঞ্জাম আনা হয়েছে। এটি অত্যন্ত ইতিবাচক দিক। আশা করি, ধাপে ধাপে আমরা বিশ্বসেরাদের কাতারে পৌঁছতে পারব।'

নতুন প্রজন্মের জিমন্যাস্টদের প্রশংসা করে যোগেশ্বর বলেন, 'আমাদের জুনিয়ররা খুব ভালো পারফর্ম করছে। ভারতের তরুণদের জন্য আমার একটাই বার্তাশেখা কখনও বন্ধ করো না।'

শৈল্পিক জিমন্যাস্টিকসের বাছাইপর্বে যোগেশ্বর ৭১.৪০০ পয়েন্ট নিয়ে সামগ্রিকভাবে ১৮তম এবং তাঁর সতীর্থ তপন মহান্তি ৭১.৭০০ পয়েন্ট নিয়ে ১৭তম স্থানে শেষ করেন। প্রতি দেশ থেকে সর্বাধিক দু"জনের নিয়ম অনুযায়ী দু"জনেই ২৪ সদস্যের পুরুষদের অল-অ্যারাউন্ড ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করেছেন।

ব্যক্তিগত ইভেন্টেও ভারতের পারফরম্যান্স ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। স্বাথিশ কৈথেরি পুথালাথ রিংস ইভেন্টে ১২.৪৫০ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় রিজার্ভ হিসেবে শেষ করেন। অন্যদিকে, ভল্ট ইভেন্টে ১২.৬০০ পয়েন্ট নিয়ে যোগেশ্বরও দ্বিতীয় রিজার্ভ হন।

পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতায় ভারত মোট ২০৮.৫৫০ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম স্থানে শেষ করে। সাবডিভিশন-২ শেষে ভারত শীর্ষে থাকলেও পরে সাবডিভিশন-৩-এ কানাডা, ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে যায়। ২৪১.৪০০ পয়েন্ট নিয়ে কানাডা স্বর্ণপদক জেতে। ইংল্যান্ড ২৩৮.২৫০ পয়েন্ট নিয়ে রৌপ্য এবং অস্ট্রেলিয়া ২৩৫.৬৫০ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে কী প্রভাব ফেলবে ?

মুকিমুল আহসান

জোরপূর্বক শ্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা যথাযথভাবে কার্যকর না করার অভিযোগে বাংলাদেশ থেকে থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নতুন করে শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই শুল্ক বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কেমন প্রভাব ফেলবে- সেই প্রশ্ন সামনে আসছে। এর আগেও দুই দফায় বাংলাদেশের ওপর শুল্ক আরোপ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। গত শুক্রবার রাত ১২টা থেকে নতুন শুল্কহার কার্যকর হয়েছে। যদিও বাংলাদেশের বর্তমান সরকার মনে করছে, এই শুল্ক আরোপের খুব একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না রফতানি খাতে।

শুক্রবার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পোশাক রপ্তানিকারক দেশ চীন, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডকে সর্বোচ্চ ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্কস্তরে রাখা হয়েছে। ফলে এসব দেশের তুলনায় মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও সরকারের এই বক্তব্যের সাথে পুরোপুরি একমত নন অর্থনীতিবিদরা। তাদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের এই শুল্ক আরোপের বেশ কিছু প্রভাব তৈরি হতে পারে। সিপিডির গবেষণা পরিচালক ও অর্থনীতিবিদ খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম মনে করেন, এই শুল্ক আরোপের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা কমতে পারে।

তবে নতুন শুল্কের কারণে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে তাৎক্ষণিক বড় কোনো পরিবর্তন হবে না বলে মনে করছেন রফতানিকারকরা। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি বা বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, ট্যারিফের হার যেহেতু বাড়ছে না, ফলে এর খুব একটা প্রভাব পড়বে না বাংলাদেশের ওপর। বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বাজারে যে সব পণ্য রফতানি করা হয় তার মধ্যে ৮৫ শতাংশই তৈরি পোশাক।

তৈরি পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশ হচ্ছে, ভিয়েতনাম, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, কম্বোডিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান ও হন্ডুরাস। শুক্রবার রাত থেকে যে ৬০টি দেশের ওপর ১০ থেকে সাড়ে ১২ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার ঘোষণা এসেছে, এর মধ্যে ১৭টি দেশের জন্য ১০ শতাংশ এবং বাকি দেশগুলোর জন্য সাড়ে ১২ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। ১০ শতাংশ শুল্কহার আরোপ করা হয়েছে যে দেশগুলোর ওপর সেগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ, ভারত, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাজ্য, কম্বোডিয়া, কানাডা, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডান, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো। রফতানিকারকরা বলছেন, নতুন ঘোষণায় বাংলাদেশের জন্য কার্যকর ট্যারিফে বাস্তবে কোনো পরিবর্তন হয়নি। বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'এতদিন সেকশন ১২২-এর আওতায় ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর ছিল। সেই ব্যবস্থার মেয়াদ শেষ হয়েছে। এখন সেকশন ৩০১-এর আওতায় নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হচ্ছে। সুতারং শতাংশের হিসেবে এটি অপরিবর্তিতই থাকছে'।

বাংলাদেশসহ ১৭টি দেশের ওপর ১০ শতাংশ শুল্কের বাইরে চীন, ভিয়েতনাম, তুরস্ক, ব্রাজিল, মিসরসহ ৩৮টি দেশের পণ্যে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। কী প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশে? এই শুল্ক আরোপের ঘোষণা আসার পর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতিতে বলেছে, বাংলাদেশ ১৭টি দেশের একটি, যাদের জন্য সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান অক্ষুণ্ন থাকবে। একই সঙ্গে চীন, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের মতো প্রধান প্রতিযোগী দেশের ওপর ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করায় বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা আরো জোরালো হবে বলে মনে করছে সরকার। যদিও অর্থনীতিবিদরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে শুল্কগুলো আরোপ করা হয়েছে, তার নেতিবাচক প্রভাব এরই মধ্যে পড়ছে। কেননা ইউরোপের বাজারের বাংলাদেশের পণ্য রফতানির ধারায় কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। দীর্ঘমেয়াদে একটি প্রভাব পড়তে পারে উল্লেখ করে অর্থনীতিবিদ খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বিবিসি বাংলাকে বলেন,'আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে শুল্ক একই রকম থাকছে এবং শর্তগুলোও আগের মতোই থাকছে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন হতে পারে। সুতরাং বর্তমানে যে দুর্বল পরিস্থিতি আছে সেটিরই ধারাবাহিকতাই থাকবে বলে সহজেই অনুমান করা যায়।'

'নতুন শুল্ক যেটি দেওয়া হলো শ্রমমানের কারণে, বাণিজ্য শর্তের সেই জায়গাগুলোতে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হবে না হলে চ্যালেঞ্জটা কন্টিনিউ করবে সামনের দিনগুলোতে'।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, হয়তো বাংলাদেশে জোরপূর্বক শ্রমের বিষয়টি বড় আকারে নাও থাকতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ তৃতীয় যে দেশ (বিশেষ করে চীন) থেকে কাঁচামাল আমদানি করে থাকে,

সেখানে জোরপূর্বক শ্রমের বিষয়টি থাকলে তার প্রভাব পড়তে নতুন এই শুল্ক ঘোষণার ফলে। মি. মোয়াজ্জেম বলছিলেন, 'তৃতীয় দেশ হিসেবে আমরা চীন থেকে কাঁচামাল আমদানি করে থাকি। সেই জায়গায় থেকে সরে আসার মতো অবস্থায় নেই। সেখান থেকে বাংলাদেশকে বাজার বহুমুখী করার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে ভাবা দরকার। কেননা আগামীতে ট্র্যাডিশনাল বাজার অব্যহতভাবে ওঠানামার মধ্যে থাকবে বলে মনে হচ্ছে। সেখানে মেরুকরণেরও ইঙ্গিত রয়েছে'।

তবে, কাঁচামাল আমদানিকারক তৃতীয় দেশ চীন যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর সেটি মানছে তৈরি পোশাক ব্যবসায়ীদের সংগঠন বিজিএমইএ। সংগঠনের সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, আমাদের ক্ষেত্রে কোনো ফোর্সড লেবার পায়নি।আমরা এই চ্যালেঞ্জে গেছি। এখন তারা বলতেছে, যেখানে ফোর্সড লেবার (জোরপূর্বক শ্রম) ইউজড হয় সেখান থেকে আমরা "র মেটেরিয়ালস" (কাঁচামাল) আমদানি করি... ইনডাইরেক্টলি অথবা ডাইরেক্টলি তারা চীনের কথা বলেছে। অর্থাৎ নতুন ঘোষণার পর সরাসরি রফতানিতে প্রভাব না পড়লেও কাঁচামাল আমদানিতে যে সংকট তৈরি হতে পারে তার একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট পাওয়া গেছে।

শুল্ক আরোপ নিয়ে দরকষাকষি

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে এমন দেশগুলোর পণ্য আমদানিতে উচ্চ হারে শুল্ক আরোপে তৎপরতা শুরু করেন। গত বছর, অর্থাৎ ২০২৫ সালের দোসরা এপ্রিল পাল্টা শুল্ক বা রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ আরোপ করা হয়। বিশ্বের ৫৭টি দেশের বিভিন্ন হারে এই শুল্ক আরোপ করা হয়। শুরুতে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর বাড়তি শুল্ক ছিল ৩৭ শতাংশ। পরে তা কমিয়ে ৩৫ শতাংশ এবং এক পর্যায়ে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়।

গত ৯ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত অ্যাগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেডের বা এআরটি'র পর শুল্ক ১৯ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। তবে ব্যবসায়ীদের ভাষ্য অনুযায়ী, ওই ১৯ শতাংশ শুল্ক পরে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দেন। সুপ্রিম কোর্টের ওই সিদ্ধান্তের কয়েক দিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার নির্বাহী ক্ষমতাবলে ট্রেড অ্যাক্টের সেকশন ১২২-এর আওতায় ১০ শতাংশ অস্থায়ী শুল্ক আরোপ করেন। আইন অনুযায়ী, এ শুল্ক সর্বোচ্চ ১৫০ দিন বহাল রাখা যায়। ওই মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন ট্রেড অ্যাক্টের সেকশন ৩০১-এর আওতায় নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হয়েছে। ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন, এই শুল্ক যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি হওয়া প্রায় ৯৯ দশমিক ৪ শতাংশ পণ্যের ওপর প্রযোজ্য হবে। তবে তেল, গ্যাস, সার ও কিছু খাদ্যপণ্যসহ কয়েকটি পণ্য এ শুল্কের বাইরে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে পণ্য রফতানিতে আগে থেকে গড়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক ছিল। তার সাথে জোরপূর্বক শ্রমের অভিযোগে ১০ শতাংশ শুল্কের বিষয়টি যুক্ত হয়েছে। যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রে এখন থেকে পণ্য রফতানিতে শুল্ক দাঁড়াবে ২৫ শতাংশ। বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'আমাদের জন্য এখন থেকে ডিউটি ও ট্যারিফ সব মিলিয়ে দাঁড়াবে ২৬ থেকে ২৭ শতাংশ। কারো কারো জন্য এই পরিমাণ আরো বেশি। যাদের অনেকেই আমাদের প্রতিযোগীও'।

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধটি আসলে কেন হয়েছিল ?

জেরেমি বোয়েন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকটি ২৮শে ফেব্রুয়ারি ইরানের ওপর হামলা চালানোর ভুল সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি তুলে ধরেছে। মানবিক ক্ষয়ক্ষতি ইতোমধ্যেই স্পষ্ট। ইরান ও লেবাননে হাজারো মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে অনেকেই বেসামরিক। যুক্তরাষ্ট্র এবং পরোক্ষভাবে ইসরায়েলও একটি কৌশলগত পরাজয়ের মুখে পড়েছে। তেহরানের শাসনব্যবস্থা তাদের সবচেয়ে খারাপ আশঙ্কার মুখোমুখি হয়েছিল--- বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রাচ্যের পরাশক্তি ইসরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযানে তাদের দুর্বল বা ধ্বংস করার প্রচেষ্টা।

কিন্তু এই শাসনব্যবস্থা শুধু টিকেই থাকেনি; বরং আরও শক্তিশালী হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ তেল ও গ্যাসসহ অন্যান্য সরবরাহের এক-পঞ্চমাংশ যে পথ দিয়ে চলাচল করে- সেই হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়ার কৌশল ট্রাম্পকে এমন কিছু ছাড় দিতে বাধ্য করেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের ইরানবিরোধী কট্টরপন্থি গোষ্ঠী এবং ইসরায়েলি সরকারকে ক্ষুব্ধ ও উদ্বিগ্ন করেছে। সমঝোতা স্মারকটিতে লেবাননের যুদ্ধ শেষ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ইসরায়েলের মতে, এটি সম্ভব নয়। তারা লেবাননে অবাধ সামরিক স্বাধীনতা চায়, যা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যে আরও গভীর বিভাজন তৈরি করতে পারে এবং আমেরিকার সঙ্গে কোনো চুক্তির বিরোধী ইরানের কট্টরপন্থিদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে পারে। প্রণালি আবার খুলে দেওয়ার বিনিময়ে এই স্মারকে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বন্দর অবরোধ তুলে নেবে, তেল রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করবে- যার ফলে ইরান বিলিয়ন ডলার আয় করতে পারবে। একইসঙ্গে বিদেশে জব্দ থাকা ইরানের সম্পদ মুক্ত করে আরও বিলিয়ন ডলার ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করার কথা বলা হয়েছে। এর পর শুরু হবে পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে কঠিন আলোচনা। এই সবকিছু ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ২৭শে ফেব্রুয়ারির অবস্থায়, যেটি ছিল যুদ্ধের আগের দিন। সেই দিন হরমুজ প্রণালি খোলা ছিল এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের আলোচকরা পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের ফলে আলোচকরা আবার কাজে ফিরবেন এবং জাহাজগুলো হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচল করতে পারবে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টে জো বাইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এক্স-এ লিখেছেন, 'এই যুদ্ধবিরতির একমাত্র "অর্জন" হলো হরমুজ প্রণালির সম্ভাব্য পুনরায় খোলা- যা যুদ্ধ শুরুর আগেও খোলা ছিল। আর সেটি করতে গিয়েও সম্ভবত আমাদের ইরানকে অর্থ দিতে হবে'।

তবে যুদ্ধটি আসলে কেন হয়েছিল এই প্রশ্নটি অনিবার্য এবং তা দূর হবে না। এটি এখন পর্যন্ত ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বড় ভুল হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। এটি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর দীর্ঘ রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের সমাপ্তির সূচনাও হতে পারে। অক্টোবরে নির্বাচনের মুখোমুখি হয়ে তাকে নিরাপত্তা ব্যর্থতার জন্য ভোটারদের জবাবদিহি করতে হবে, যে ব্যর্থতার কারণে ইসরায়েলের শক্তিশালী সামরিক ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর গাজা থেকে হামাসের আক্রমণ পরিকল্পনা শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

নেতানিয়াহুর কঠোর সামরিক নীতি ও কূটনীতিকে অবজ্ঞা করার পেছনে অন্তত আংশিক উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে ইসরায়েলের "মিস্টার সিকিউরিটি" হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তেহরান সবসময় হরমুজ প্রণালি বন্ধ করার সম্ভাব্য শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী, কূটনীতিক এবং গোয়েন্দারাও তা জানত। কিন্তু ইরানের সাবেক সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি, যিনি একজন সতর্ক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তিনি প্রণালীটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের ঝুঁকি নিতে চাননি। যুদ্ধের শুরুতে ইসরায়েল তাকে এবং তার ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাদের হত্যা করার পর, তার উত্তরসূরিরা সঠিকভাবেই মনে করেছিল যে তারা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে রয়েছে এবং প্রণালি বন্ধ করতে দ্বিধা করেনি। ইরান এখন বুঝতে পেরেছে যে বৈশ্বিক অর্থনীতির এই সংকীর্ণ প্রবেশপথ নিয়ন্ত্রণ কতটা শক্তিশালী অস্ত্র। মধ্যপ্রাচ্যে বহু বছর ধরে বিপুল অর্থ ব্যয়ে গড়ে তোলা মিত্র ও প্রতিনিধির নেটওয়ার্কের তুলনায় এটি ব্যবহারে সহজ এবং অনেক সস্তা। সিরিয়ার আসাদ শাসনব্যবস্থা, ২০২৪ সালের শেষ দিকে যেটির পতন হয়েছে, সেটি ছাড়া ইরানের তথাকথিত "প্রতিরোধ অক্ষ" বা সমর্থনকারী শক্তিগুলো কোনোভাবে এখনো টিকে আছে। তবে ইসরায়েলের আঘাতে তা এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে তারা আদৌ কতটা "প্রতিরোধ" করতে পারবে, তা এখন অনিশ্চিত। ইরান একটি পারমাণবিক কর্মসূচিতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছে, যা তারা অস্ত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে নয় বলে দাবি করলেও বাস্তবে তা তেহরানের জন্য হুমকি হওয়ার পাশাপাশি একটি বিকল্প হিসেবেও আবির্ভূত হয়েছে।

কিন্তু এটি এমন একটি যুদ্ধ উসকে দিয়েছে, যার ফলে শাসনব্যবস্থা টিকে থাকলেও ইরানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। অন্যদিকে, হরমুজ প্রণালি বন্ধ করা সহজ ছিল এবং এর দ্রুত ও বিধ্বংসী প্রভাব আরবের তেল উৎপাদনকারী রাষ্ট্রগুলোসহ বিশ্বের বড় অংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিমান বাহিনী কিছু কৌশলগত জয় অর্জন করেছিল। কিন্তু তা কৌশলগত পরাজয় এড়াতে যথেষ্ট ছিল না। কারণ শাসন পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে তাদের কৌশলটি ছিল ভুল ও অলস অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে। তারা মনে করেছিল সর্বোচ্চ নেতাকে হত্যা করলে শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। কিন্তু প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলো এই ধরনের আঘাত প্রতিরোধ করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে। এটি ভেনেজুয়েলার মতো নয়, যেখানে একজন নেতা অপহৃত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বিচারের মুখে পড়ার পর ভেঙে পড়েছিল দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থা।ইরানের শাসনব্যবস্থা নিঃসন্দেহে দুর্নীতিগ্রস্ত ও কঠোর দমনমূলক। জানুয়ারিতে তাদের বাহিনী রাস্তায় হাজারো বিক্ষোভকারীকে হত্যা করেছে। তবে এটি একটি আদর্শবাদ, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জাতীয় নিরাপত্তা, আত্মত্যাগ ও টিকে থাকার ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যা ১৯৮০-এর দশকে সাদ্দাম হোসেনের ইরাকের সঙ্গে বিধ্বংসী যুদ্ধ থেকে জন্ম নিয়েছে। যুদ্ধ শুরু হয়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিলেন তেহরানের শাসনব্যবস্থা পতন হবে। তিনি ইরানি জনগণকে তাদের দেশ পুনরুদ্ধারের 'প্রজন্মে একবার আসা সুযোগের' জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। অল্প সময় পরই তিনি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান।

নেতানিয়াহু, যিনি এর আগে বহুবার হোয়াইট হাউসে বসা ট্রাম্পের পূর্বসূরিদের ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রাজি করাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাদের প্রত্যাশিত ঘটনার ব্যাপ্তি বোঝাতে বাইবেলের ভাষা ব্যবহার করেন, 'এই জোট আমাদের ৪০ বছর ধরে যার আকাঙ্ক্ষা করেছি তা করতে দেবে- সেটা হলো সন্ত্রাসী শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করা'। কিন্তু দুজনের কেউই তা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। এই সমঝোতা স্মারক কোনো চূড়ান্ত চুক্তি নয়। এটি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইস্যু- ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা শুরুর একটি চুক্তি। তবে এতে ইরানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছাড় আগে থেকেই যুক্ত করা হয়েছে। আলোচনা এগোলে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কথা বলেছে।

সবকিছু নির্ভর করছে পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে ৬০ দিনের আলোচনার সফলতার ওপরযা জটিলতার কারণে বাড়ানো হতে পারে এবং সম্ভবত বাড়ানোই হবে।

দুই পক্ষই একে অপরকে বিশ্বাস করে না। অনেক কিছুই ভুল হতে পারে। ওয়াশিংটন, তেহরান এবং ইসরায়েলের কঠোরপন্থিরা চায় না এই চুক্তি সফল হোক।

ইরান আসন্ন আলোচনায় অতিরিক্ত কঠোর অবস্থান নিতে পারে, যা তাদের ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার সম্ভাব্য অর্থনৈতিক লাভকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিতে পারে। তবুও এই চুক্তি হাজারো প্রাণহানি এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কা সৃষ্টি করা যুদ্ধের তুলনায় অনেক ভালো। যদি যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান উভয়ের সন্তুষ্টি অনুযায়ী একটি পারমাণবিক চুক্তি হয় এবং উভয় পক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, তাহলে মধ্যপ্রাচ্য বদলে যেতে পারে। তবে সেটি একটি বড় "যদি" এবং দীর্ঘ ও কঠিন আলোচনার শেষে উত্তরের ওপর নির্ভর করছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় এক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কল্যাণী রায়।

হরিয়ানা থেকে দিল্লিতে পাচারের পথে ১,৬০০ কোয়ার্টার অবৈধ মদ উদ্ধার, গ্রেফতার আন্তঃরাজ্য পাচারকারী

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (আইএএনএস): হরিয়ানা থেকে দিল্লিতে পাচারের সময় ১,৬০০ কোয়ার্টার বোতল অবৈধ মদ উদ্ধার করেছে দিল্লি পুলিশের পূর্ব জেলার অ্যান্টি অটো থেফট স্কোয়াড (এএটিএস)। এই ঘটনায় এক আন্তঃরাজ্য মদ পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি মদ পরিবহনে ব্যবহৃত একটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম আনন্দ ওরফে কাল্লু (৩১)। তিনি দিল্লির কারকড়ডুমা গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর কাছ থেকে ৩২টি কার্টনে রাখা মোট ১,৬০০টি কোয়ার্টার বোতল মদ উদ্ধার হয়েছে। সব বোতলেই 'শুধুমাত্র হরিয়ানায় বিক্রয়ের জন্য' লেখা ছিল।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, রাজধানীতে অবৈধ মদের পরিবহণ ও বিক্রি রুখতে এবং আন্তঃরাজ্য পাচারচক্রের বিরুদ্ধে চলা অভিযানের অংশ হিসেবেই এই সাফল্য এসেছে। ঘটনায় লক্ষ্মীনগর থানায় দিল্লি আবগারি আইনের ৩৩ ও ৫৮ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৩ জুলাই গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় যে, হরিয়ানার সোনিপত থেকে একটি গাড়িতে করে বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদ দিল্লিতে আনা হচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে নয়ডা লিঙ্ক রোডের শাকরপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে ফাঁদ পাতে এএটিএস।

রাত প্রায় ১০টা ৩০ মিনিট নাগাদ সন্দেহভাজন গাড়িটি সেখানে পৌঁছালে পুলিশ সেটিকে থামানোর সংকেত দেয়। অভিযোগ, চালক পালানোর চেষ্টা করলে ধাওয়া করে গাড়িটি আটক করা হয় এবং চালককে গ্রেফতার করা হয়। তল্লাশিতে গাড়ির পিছনের আসন ও ডিকি থেকে ৩২টি কার্টনে রাখা ১,৬০০টি কোয়ার্টার বোতল মদ উদ্ধার হয়। এর মধ্যে ছিল ২৩ কার্টন রেস ৭ মেট্রো লিকার (১৮০ মিলিলিটার) এবং ৯ কার্টন ফ্যালকনের সাম্ভ্রা দেশি শারাব (১৮০ মিলিলিটার)। সব বোতলেই শুধুমাত্র হরিয়ানায় বিক্রির অনুমোদনের চিহ্ন ছিল।

জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত অভিযুক্ত স্বীকার করেছে বলে পুলিশ দাবি করেছে যে, দ্রুত অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে সে হরিয়ানা থেকে অবৈধভাবে মদ এনে দিল্লিতে সরবরাহ করত।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, আনন্দের বিরুদ্ধে আগেও অপরাধমূলক মামলা রয়েছে। ২০১৩ সালে আনন্দ বিহার থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯, ৪১১ এবং ৩৪ ধারায় তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল।

পুলিশ এখন উদ্ধার হওয়া মদের উৎস, কার কাছে তা সরবরাহ করার পরিকল্পনা ছিল এবং এই আন্তঃরাজ্য পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সদস্যদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

তামিলনাড়ুর শিবকাশীতে অবৈধ বাজি গুদামে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত ৩; তদন্ত শুরু

শিবকাশী (তামিলনাড়ু), ২৬ জুলাই (আইএএনএস): তামিলনাড়ুর বিরুধুনগর জেলার শিবকাশী তালুকের সেঙ্গামালপট্টি গ্রামে একটি অবৈধ বাজি গুদামে রবিবার ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণের পর ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড এবং একের পর এক দ্বিতীয় দফার বিস্ফোরণে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অনুমোদনহীন ওই গুদামে বাজি তৈরির কাজ চলছিল। আচমকা শক্তিশালী বিস্ফোরণে গোটা কাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একের পর এক বাজি ফাটতে থাকায় আকাশজুড়ে ঘন কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে এবং আশপাশের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে দমকল ও উদ্ধারকারী বাহিনীর কর্মীরা এবং স্থানীয় পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানো ও উদ্ধারকাজ শুরু করে। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পর ধ্বংসস্তূপে তল্লাশি চালানো হয়।

প্রথমে দুইজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হলেও পরে ধ্বংসস্তূপ থেকে আরও এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে তিনে দাঁড়ায়। আহতদের শিবকাশী সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা উদ্বেগজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ মামলা দায়ের করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই গুদামটি পরিচালিত হচ্ছিল। নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন, বিস্ফোরক পদার্থের অনিয়মিত মজুত অথবা অবৈধভাবে বাজি তৈরির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই তামিলনাড়ুর শিল্পমন্ত্রী এস. কীর্থনা শিবকাশীর বাজি প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

দেশের বাজি উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র শিবকাশীতে অতীতেও লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও অবৈধ উভয় ধরনের কারখানায় একাধিক প্রাণঘাতী বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আগের তদন্তগুলিতে অতিরিক্ত ভিড়, বিস্ফোরক পদার্থের অবৈধ মজুত, অনুমতি ছাড়া উৎপাদন এবং বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা বিধি অমান্যের মতো একাধিক ত্রুটি সামনে এসেছে।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের কড়া নিরাপত্তা নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের দুর্ঘটনা অব্যাহত থাকায় বাজি শিল্পে নিরাপত্তা বিধি কার্যকর করা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে।

কার্গিল বিজয় দিবসে বীর শহিদদের প্রতি জাতির শ্রদ্ধা, সাহস-ত্যাগকে কুর্নিশ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী-সহ শীর্ষ নেতৃত্বের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (আইএএনএস): ২৭তম কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গকারী বীর সেনানীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন এবং ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরাজ শেঠ। তাঁরা সকলেই ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে শহিদ সেনাদের অতুলনীয় সাহস, আত্মত্যাগ এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করে জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সামাজিক মাধ্যম "এক্স"-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লেখেন, 'কার্গিল বিজয় দিবসে দেশ আমাদের বীর সেনানীদের অসাধারণ সাহস এবং ভারতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতি তাঁদের অটল নিষ্ঠার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। প্রতিকূলতম পরিস্থিতিতেও তাঁদের বীরত্ব চিরকাল জাতির গর্বের উৎস হয়ে থাকবে। তাঁদের দেশপ্রেম ও কর্তব্যনিষ্ঠা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।'

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর বার্তায় বলেন, কার্গিলের বীর যোদ্ধাদের অতুলনীয় সাহস, দৃঢ় সংকল্প ও দেশপ্রেম ভারতীয় সেনাবাহিনীর গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতীক। দেশের সুরক্ষায় আত্মবলিদানকারী সেই বীরদের প্রতি জাতি চিরকাল ঋণী থাকবে এবং তাঁদের বীরত্বগাথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করবে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, ১৯৯৯ সালে কার্গিলের দুর্গম শৃঙ্গগুলিতে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়ে মাতৃভূমি রক্ষায় আত্মবলিদানকারী সেনাদের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। তাঁদের সাহস, ত্যাগ এবং অদম্য মনোবল আগামী প্রজন্মের কাছে দেশপ্রেম ও কর্তব্যনিষ্ঠার অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। এদিন কার্গিল বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি শ্রীনগর থেকে দ্রাসের উদ্দেশে রওনা হন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, কার্গিল বিজয় দিবস ভারতীয় সেনাবাহিনীর অদম্য সাহস ও বীরত্বের প্রতীক। ১৯৯৯ সালে হিমালয়ের তুষারাবৃত দুর্গম উচ্চভূমিতে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও "অপারেশন বিজয়"-এর মাধ্যমে ভারতীয় সেনারা শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করেছিলেন। দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় আত্মোৎসর্গকারী সব বীর সন্তানকে তিনি শ্রদ্ধা জানান।

ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরাজ শেঠ বলেন, কার্গিল বিজয় দিবস ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহস, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের অমর প্রতীক। কার্গিলের বীর যোদ্ধাদের বীরত্ব ও অটল সংকল্প ভারতের বিজয়ের সোনালি ইতিহাস রচনা করেছে। তাঁদের আত্মত্যাগ সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের কাছে অনুপ্রেরণার অক্ষয় উৎস এবং ভারতীয় সেনা সর্বদা দেশের প্রতিরক্ষা ও জাতি গঠনের কাজে নিবেদিত থাকবে।

উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন বলেন, কার্গিল যুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অসাধারণ সাহস, অটল সংকল্প এবং সর্বোচ্চ আত্মত্যাগই ভারতের ঐতিহাসিক বিজয় নিশ্চিত করেছিল। এই বিজয় দেশের সামরিক সক্ষমতা, জাতীয় ঐক্য এবং মাতৃভূমির প্রতিটি ইঞ্চি রক্ষার অঙ্গীকারের প্রতীক।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের মে থেকে জুলাই পর্যন্ত চলা কার্গিল সংঘর্ষে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীরা নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি) অতিক্রম করে একাধিক কৌশলগত উচ্চভূমি দখল করেছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী "অপারেশন বিজয়", ভারতীয় বায়ুসেনার "অপারেশন সাফেদ সাগর" এবং নৌবাহিনীর পূর্ণ সমর্থনে সেই দখলমুক্ত অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করে। প্রায় ৫,০০০ মিটারেরও বেশি উচ্চতায় কার্গিল, দ্রাস, বাতালিক, মুশকোহ ও কাকসার অঞ্চলে সংঘটিত এই যুদ্ধে ৫২৭ জন ভারতীয় সেনা সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেন। কঠিন আবহাওয়া, দুর্গম পাহাড়ি এলাকা এবং শত্রুর শক্তিশালী অবস্থান সত্ত্বেও ভারতীয় বাহিনী নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম না করেই অনুপ্রবেশকারীদের হটিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে পেশাদারিত্ব ও সংযমের অনন্য নজির স্থাপন করে।

এদিকে, রবিবার সকাল ১১টায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান "মন কি বাত"-এর ১৩৬তম পর্বে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে। অনুষ্ঠানটি আকাশবাণী, দূরদর্শন এবং বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সম্প্রচারিত হবে।

'আমেরিকায় বসে কেউ জড়িত ছিল, বহু গোপন তথ্য সামনে আসবে', বিরোধীদের নিশানা গিরিরাজ সিংয়ের

পাটনা, ২৬ জুলাই (আইএএনএস): বিদেশি অর্থায়নের মাধ্যমে দেশে অশান্তি তৈরির চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ করে বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তাঁর দাবি, এই কথিত ষড়যন্ত্রে আমেরিকায় বসে থাকা এক ব্যক্তিরও যোগ ছিল এবং খুব শীঘ্রই অর্থের উৎস ও তার ব্যবহার নিয়ে একাধিক গোপন তথ্য প্রকাশ্যে আসবে।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গিরিরাজ সিং বলেন, 'বিরোধীদের চিন্তা যদি শুধুই জয়-পরাজয় ঘিরে হয়, তাহলে ঈশ্বরই দেশকে রক্ষা করুন। আমার উদ্বেগ দেশের ভবিষ্যৎ ও যুবসমাজকে নিয়ে। আমেরিকায় বসে কেউ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল। খুব শীঘ্রই জানা যাবে কে অর্থ দিচ্ছিল, কোথা থেকে সেই অর্থ আসছিল এবং জন্তর-মন্তরে কী চলছিল। অর্থের জোরে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দেশকে দুর্বল করার চেষ্টা করা হয়েছিল।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের প্রশংসা করে তিনি বলেন, সরকার দূরদর্শিতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। গিরিরাজ সিং বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যুবসমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আন্তরিকভাবে চিন্তিত। তাঁর দূরদর্শিতার ফলেই প্রায় ২২ লক্ষ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা এক মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হয়নি, ফল প্রকাশিত হয়েছে এবং ভর্তি প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। যখন কিছু নেতা বিদেশ সফরে ব্যস্ত ছিলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কাজ করেছেন।'

তিনি আরও দাবি করেন, জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ভূমিকা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মনে রাখবে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'কেউ এটিকে রাহুল গান্ধীর জয় বলছেন, আবার কেউ নিজের কৃতিত্ব দাবি করছেন। সেই বিতর্ক ওরাই মিটিয়ে নিক। সরকার আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মনে করেছেন ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ করা উচিত এবং সম্ভবত সেই বার্তাই তাঁকে জানিয়েছেন। সরকার উন্নয়নের পথে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে এবং আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে চায়।' অন্যদিকে বিহারের মন্ত্রী রাম কৃপাল যাদবও অভিযোগ করেন, ছাত্রদের ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল। তাঁর দাবি, 'প্রথম থেকেই আমি বলে আসছি, আমাদের ছাত্ররা একটি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে, এমনকি এর সঙ্গে জঙ্গি চক্রান্তও জড়িত থাকতে পারে। অনুপ্রবেশকারীরাও এতে যুক্ত ছিল। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমের একটি যোগসূত্র পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। দেশের ঐক্য নষ্ট করা, মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা এবং শান্তি-সম্প্রীতি বিঘ্নিত করাই ছিল এই বৃহৎ ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য।'

কার্গিল বিজয় দিবসে শহিদ সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা রাহুল-খাড়্গের, বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে কুর্নিশ

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (আইএএনএস): ২৭তম কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গকারী বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। তাঁরা দেশের সুরক্ষায় শহিদ সেনাদের অসীম সাহস, বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের প্রশংসা করেন। সামাজিক মাধ্যম "এক্স"-এ রাহুল গান্ধী লেখেন, 'কার্গিল বিজয় দিবসে ভারতের সীমান্ত রক্ষায় সর্বোচ্চ আত্মবলিদানকারী সকল বীর সেনানীকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁদের সাহস, বীরত্ব এবং সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের জন্য দেশ চিরকাল ঋণী থাকবে।' অন্যদিকে, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গেও সামাজিক মাধ্যমে কার্গিলের বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, 'কার্গিল যুদ্ধে মাতৃভূমি রক্ষায় সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী অমর বীরদের প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

প্রধানমন্ত্রী পূর্ণ আস্থা রেখেই শিক্ষামন্ত্রকের দায়িত্ব দিয়েছেন: প্রহ্লাদ জোশী

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণের পর রবিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা রেখেই এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই তিনি শিক্ষামন্ত্রকের বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখতে ধারাবাহিক বৈঠক করছেন বলেও জানান।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বে থাকা প্রহ্লাদ জোশী, প্রশ্নপত্র ফাঁস ইস্যুতে দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর শিক্ষামন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

দায়িত্ব নেওয়ার পর সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে এই দায়িত্ব দিয়েছেন। গতকাল আমি কর্নাটকে ছিলাম। রাতে দিল্লি ফিরে আজ সকালে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।' তিনি আরও বলেন, 'মন্ত্রকের সব বিষয় বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছি। কোথায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কী তথ্য সংগ্রহ করতে হবেসবকিছু পর্যালোচনা করছি। সকাল প্রায় ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত একটানা বৈঠক করেছি। এই বিষয়টি আমার কাছে নতুন। পুরো বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার পর বিস্তারিত জানাব।'

এর আগে "এক্স"-এ এক পোস্টে জোশী লেখেন, 'আজ আমি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আমার উপর আস্থা রেখে এই দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

তিনি আরও লেখেন, 'আমি বিনয়ের সঙ্গে এবং গভীর দায়িত্ববোধ নিয়ে এই দায়িত্ব গ্রহণ করছি।' প্রহ্লাদ জোশীর এই নিয়োগ এমন এক সময়ে হয়েছে, যখন প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে শিক্ষামন্ত্রক তীব্র জনঅসন্তোষ ও রাজনৈতিক চাপের মুখে রয়েছে। শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনের এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সংবিধানের ৭৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগপত্র অবিলম্বে কার্যকর হওয়ার ভিত্তিতে গ্রহণ করেছেন। একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি প্রহ্লাদ জোশীকে শিক্ষামন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

বিহারে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার না হলে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি তেজস্বী যাদবের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (আইএএনএস): বিহারে নিট প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে আন্দোলনকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর প্রত্যাহার না হলে রাজ্যজুড়ে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন বিহারের বিরোধী দলনেতা তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। রবিবার তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্র দিল্লিতে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের আশ্বাস দিলেও বিহারে এখনও ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপ চলছে।

প্রসঙ্গত, ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র সঙ্গে তৃতীয় দফার বৈঠকের পর কেন্দ্র সরকার আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া পুলিশি মামলা প্রত্যাহার এবং সেই সংক্রান্ত লিখিত আশ্বাস দিতে সম্মত হয়। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর সিজেপি শনিবার দেশজুড়ে চলা আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা করে।

পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তেজস্বী যাদব বলেন, 'প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ছাত্ররা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করেছে। বিরোধী দলগুলি তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমরাও এই আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছি।'

তিনি বলেন, 'দিল্লিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আন্দোলন চলা বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা প্রত্যাহার করা হবে। হাজার হাজার মানুষের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।'

তেজস্বীর অভিযোগ, কেন্দ্রের আশ্বাস সত্ত্বেও বিহারে এখনও ছাত্রদের জোর করে আটক করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, 'রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলায় পুলিশ ছাত্রদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। বহু ছাত্রকে আটক করা হয়েছে। আমাদের বেশ কয়েকজন বিধায়ককেও আটক করা হয়েছে। এমনকি আমার বড় ভাই তেজপ্রতাপ যাদবকেও আটক করা হয়েছে।'

তিনি স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আগামীকালের মধ্যে যদি আন্দোলনকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সমস্ত মামলা প্রত্যাহার না করা হয় এবং আটক ছাত্রদের মুক্তি না দেওয়া হয়, তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব।'

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তেজস্বী আরও অভিযোগ করেন, পুলিশের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত অযৌক্তিক। তাঁর দাবি, 'ছাত্রদের উপর একে-৪৭ থেকে গুলি চালানো হয়েছে।'

এছাড়াও এনডিএ সরকারের আমলে একাধিক নিয়োগ ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'কনস্টেবল নিয়োগ, বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশন (বিপিএসসি), নিট-সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁস হয়েছে। যতদিন না এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানো যাবে, ততদিন প্রশ্নফাঁসের ঘটনা বন্ধ হবে না। এই সরকারে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অপরাধীরাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে বলে' অভিযোগ করেন তেজস্বী যাদব।

ভারতের জ্বালানি রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বায়োফুয়েল হরদীপ সিং পুরী

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (আইএএনএস): বায়োফুয়েল মিশন, গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন এবং 'সমুদ্র মন্থন'-এর মতো রূপান্তরমূলক উদ্যোগ ভারতকে জ্বালানি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার নতুন যুগের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী।

রবিবার তিনি বলেন, ভারতের টেকসই জ্বালানি ভবিষ্যতের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হল বায়োফুয়েল। এটি যেমন কৃষকদের আর্থিকভাবে শক্তিশালী করছে, তেমনই আমদানি করা জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণেও নতুন গতি আনছে।

মন্ত্রী জানান, আগামী পাঁচ বছরে দেশীয় জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর অঙ্গীকার ভারতকে বৈশ্বিক জ্বালানি শক্তি হিসেবে আরও শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাবে।

তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত আজ পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জ্বালানি রূপান্তরের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।' সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত পেট্রোলে ইথানল মিশ্রণের কর্মসূচির ফলে ৩১০ লক্ষ মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেল আমদানির প্রয়োজন কমেছে। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রায় ১.৯০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সাশ্রয় হয়েছে। একই সঙ্গে কৃষকদের অতিরিক্ত আয় হয়েছে ১.৬ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি এবং ৯৩০ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পেয়েছে।

সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারত বর্তমানে ব্যবহৃত অপরিশোধিত তেলের প্রায় ৮৮.৫ শতাংশ আমদানি করে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধি বা সরবরাহে বিঘ্নের ঝুঁকি দেশের উপর প্রভাব ফেলে। দেশীয়ভাবে উৎপাদিত আখ, ভুট্টা ও ধান থেকে তৈরি ইথানল এই নির্ভরতা কমাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

এদিকে, গত সপ্তাহে সংসদে উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালে ভারতের স্থাপিত নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৭৬.৩৮ গিগাওয়াট, যা ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বেড়ে ২৮৮.৫৮ গিগাওয়াটে পৌঁছেছে।

এর মধ্যে সৌরশক্তি সর্বাধিক, যার স্থাপিত ক্ষমতা ১৬২.১৫ গিগাওয়াট। এরপর রয়েছে বায়ুশক্তি ৫৭.৪৪ গিগাওয়াট, জলবিদ্যুৎ ৫৭.২৪ গিগাওয়াট এবং বায়ো-পাওয়ার ১১.৭৫ গিগাওয়াট।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী শ্রিপদ ইয়েসো নাইক রাজ্যসভায় এক লিখিত উত্তরে জানান, ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত দেশে মোট ২৯৭.৩৬ গিগাওয়াট অ-জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৮৮.৫৮ গিগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং ৮.৭৮ গিগাওয়াট পারমাণবিক শক্তি থেকে উৎপাদিত।

শনিবার আগরতলায় মন কি বাত অনুষ্ঠানে শ্রবণ করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বিশিষ্ট চিকিৎসক কুণাল সরকারের মুখোমুখি অদিতি চট্টোপাধ্যায়.....

চিকিৎসকদের একবাক্যে ভগবান বলা হয়, ছোট থেকেই কী একজন সফল হার্টের চিকিৎসক হবার স্বপ্ন ছিল ? বাড়িতে কী কেউ চিকিৎসক ছিলেন ? কী বলবেন এই বিষয়ে ? মানুষের সেবা করার একটা ইচ্ছা ছিল, সেই সঙ্গে বাড়িতে চিকিৎসকের একটা পরিবেশ ছিল। দাদু ডাক্তার ছিলেন। মূলত, দিদা খালি চিকিৎসক হবার কথা বলতেন। একবার কোনও মানুষের সার্জারি হয়ে যাবার পর দ্বিতীয়বার কী সেই মানুষের হার্ট সার্জারি হতে পারে ? এতে কি সেই মানুষটির কোনও শারীরিক সমস্যা দেখা দেবে ? কী বলবেন এই বিষয়ে ?

সব কাজ জীবনে যেমন সহজ হয় না ঠিক তেমনি রি-অপারেশন করাটাও একটু ডিফিকাল্ট। প্রতি ১০০টা হার্ট সার্জারি করা হয় এবং অন্যভাবে দেখতে গেলে প্রতি ২০০টা হার্ট সার্জারি করা হয়। তার মধ্যে হয়তো আমরা চার পাঁচজনের এমন অপারেশন করি যাদের দ্বিতীয় বার অপারেশন হচ্ছে। দ্বিতীয়বার হার্ট অপারেশন দরকার হয়। হার্টের ধমনী বা আর্টারিগুলি বন্ধ হওয়ায় সেগুলোকে বাইপাস সার্জারি বলা হয়। আর এই ধরণের হার্ট সার্জারিটাই আমরা করি।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, একটা জায়গায় রক্ত চলাচলটা আটকাচ্ছিল আমরা অপারেশন করে একটা নতুন লাইন জুড়ে দিলাম। রক্তটা আবার যেতে শুরু করল। কিন্তু সেই মানুষটির মধ্যে যে বেসিক গন্ডগোল আছে মূলত সেই জিনিসটাকে ঠিক করার জন্য আর এক রকমের অপারেশন হয় সেটা হল হাটের ভাল্বের অপারেশন। এছাড়াও জটিল জন্মগত কার্ডিয়াক সার্জারি হয়। সুতরাং, চ্যালেঞ্জিং কাজও করতে হবে সার্জারির ক্ষেত্রে। রবোটিক সার্জারি বর্তমানে খুবই পরিচিত। কতটা প্রয়োজনীয় এই সার্জারি ? সব ধরনের মানুষের পক্ষে এই সার্জারি কী ভাবে খরচ সাপেক্ষ হবে? রবোটিক সার্জারি আমাদের অপারেশন করার একটা বিশেষ ধরনের টেকনিক। অর্থপেডিক গাইনোকোলজি কার্ডিয়াক সার্জারি চেস্ট প্রভৃতি নানান দিকের রোবটের অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে। রোবটের যন্ত্রগুলিকে দেখলে খুব গোলমেলে টাইপের মনে হবে। একটা অপারেশন করতে গেলে একটা বড় জায়গা করে তার মধ্যে আমাদের হাতের পাঁচটা আঙুল ঢোকাতে হয় যাতে অপারেশনটি সুষ্ঠুভাবে হয়। সেক্ষেত্রে রোবট মানুষের শরীরে বাইরে থেকে কেটে ভেতরে ঢোকার প্যাসেজগুলো একদম ছোট্ট ছোট্ট করে। যার মধ্যে এই ফাইন রোবটিক আর্মগুলিকে আমরা ঢুকিয়ে দিচ্ছি অল্প খানিকটা কেটে। আমরা ইন্সট্রুমেন্টগুলিকে শরীরে ঢোকাতে পারছি।

একটা কম্পিউটার সিস্টেমে বসে বাড়িতে বাচ্চারা যেমন ভিডিয়ো গেমস খেলে সেরকমভাবে অপারেটিং সার্জেন্টরা সেই জিনিসগুলোকে চালাচ্ছে। প্রথম অ্যাডভান্টেজটা হল কাটাকুটি অনেক ছোট দ্বিতীয় অ্যাডভান্টেজ আমাদের অর্থাৎ মানুষের হাত যতটা দক্ষতা যতটা রেঞ্জ অফ মুভমেন্টের মধ্যে দিয়ে চলতে পারে। রোবটের হাত তার থেকে আরও প্রায় তিন চারগুণ ফেক্সিবেলভাবে চলে। রোবটটিকে কান গুলি, বুকে হোক পেটে হোক আরও স্মুথলি চালানো যায়। এক কথায় কাটাকুটি অল্প মুভমেন্ট আরও বেশি প্রেসাইজড। যেমন একটা পেশেন্টের গলব্লাডার হোক হার্ট হোক সেটা হাতে ছুঁয়ে বুঝতে পারছি। আমরা ডিরেক্টলি স্ট্রাকচারগুলিকে স্পর্শ করছি না। কিন্তু নতুন যে রোবটগুলি আসছে সেগুলি এতই ক্লেভার এ আই বা অন্যান্য সফটওয়্যায়ের মাধ্যমে আমি একটা নরম স্ট্রাকচার স্পর্শ করছি না শক্ত স্ট্রাকচার স্পর্শ করছি রোবোটিক আর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষের আঙুলের সেই টাচ সেনসেশনও খানিকটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রোবোটিক সার্জারির ক্ষেত্রে কাটাকুটিটা কম হোক। সার্জারিটা আরও হিসেব মতো আরও দক্ষ হোক। কাটাকুটিটা কম হলে সার্জারিটা ভালো হল। এরফলে পেশেন্টের ব্যাথাও খানিকটা কম হবে। করোনার পর মানুষের জীবনযাত্রা অনেকটা বদলে গিয়েছে, খাদ্যাভাসেও পরিবর্তন হয়েছে। এক্ষেত্রে শরীর কতটা কী ভাবে সুস্থ রাখবেন সাধারণ মানুষ ? করোনার পরবর্তী সময়কালে মানুষের খাদ্যাভাস খুব একটা পাল্টেছে বলে মনে হয় না। আমরা যখন ঘরবন্দী ছিলাম তখন কিছুটা পাল্টালেও পাল্টে থাকতে পারে। কিন্তু পোস্ট কোভিড আমরা চেয়ে দেখলে দেখব মানুষের জীবনযাত্রার সবটাই খারাপ না। কিন্তু আমরা প্রি কোভিড স্টেজের মধ্যে ফিরে গিয়েছি। যেখানে জীবনের মধ্যে ব্যস্ততা আছে, ব্যস্ততার জীবন যাপনের হাইস্পিডে যে জিনিসটা আমরা দেখতে পারি না তার একটা হল খাওয়া দাওয়া। আর এই চটপট খাওয়ার ক্ষেত্রে সেখানে বদ অভ্যাস এবং অভ্যাস দুটোই চলে আসে। তার থেকেও বড় একটা দিক মানুষের জীবনে যে স্ট্রেস থেকে বাঁচতে কে কতটা এক্সারসাইজ করতে পারছে কে কতটা বিশ্রাম বা ঘুমোনোর সময় পাচ্ছে। নিজের ব্লাড প্রেসারের দিকে নজর দিতে পারছে, এই প্রশ্নগুলি থেকে যাচ্ছে। আমরা সবাই যে যার জীবনে ব্যস্ত, আমরা সবাই নিত্য নৈমিত্তিক চ্যালেঞ্জ পালন করতে গিয়ে শারীরিক সুস্থতা এবং পরিকাঠামোর যে কি অবস্থা অনেক সময় আমরা সেটাই হয়তো নজর দিতে পারছি না। সুতরাং পোস্ট কোভিড দিয়ে খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করি না। আমরা মোটামুটি প্রি কোভিড স্টেজেই ফিরে গিয়েছি আর কি !

প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও হঠাৎ বুকে ব্যাথা করলে অনেক সময় নিকটবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে আসার আগেই রোগী মারা যায়। আবার অর্থনৈতিকভাবে দূর্বল পরিবারগুলির চিকিৎসা করানোর সামর্থ থাকে না। সে ক্ষেত্রে তারা সঠিক সময়ে চিকিৎসা কেন্দ্রে আসতে পারে না। কী বলবেন ?

আমাদের দেশের সার্বিক চিকিৎসা ব্যবস্থা স্বাধীনতার সময় প্রায় শূন্য থেকে শুরু হয়েছিল। সারা ভারতবর্ষের দু'চারটে বড় শহরে তাজমহল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মত মেডিকেল কলেজ ছিল। সেখানে সাধারণ মানুষের আদৌ কোনও চিকিৎসা হত না। আমরা হয়তো কয়েক দশকের মধ্যে কিছুটা হয়তো এগিয়েছি। কিন্তু এখনও প্রায় মানুষকে তার সত্তর শতাংশ গাঁটের কড়ি খরচ করে চিকিৎসা করাতে হচ্ছে। আমাদের বিরাট দেশের মধ্যে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার রয়েছে। সেই প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের মধ্যেও কিছু কিছু মরচে পড়া খাট রয়েছে। অপরিচ্ছন্ন চাদর রয়েছে, মেরে কেটে হয়তো একটা সেলাইন দিতে পারবে খুঁজে পেতে হয়তো একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার দিতে পারবে। অর্থাৎ সেখানে ইমারজেন্সি ট্রিটমেন্টগুলো করতে পারবে কি না সেটা সন্দেহজনক। সুতরাং, আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই ভারতের ১৪০ কোটি লোকের কাছে এখনও চিকিৎসা সমানভাবে পৌঁছায়নি, তবে চেষ্টা চলছে। সুতরাং, সাধারণ মানুষকে যতটা সম্ভব সাবধানে থাকতে হবে। শরীরের মধ্যে কোনও অসুবিধা হলে হাতের কাছে সরকারি বেসরকারি নার্সিংহোম সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল চ্যারিটেবল হাসপাতাল হোক সেখানে যেতে হবে। হাসপাতালের নাম ধাম দেখে নয়, আগে গিয়ে প্রাথমিকভাবে সময় মতো রোগটার চিকিৎসা করাতে হবে। এটাই হবে সাধারণ মানুষের কাছে আমার বার্তা। আমাদের দেশে কিছু সদর্থক কাজ হয়েছে। এছাড়াও কিছু গভর্মেন্ট হেলথ স্কিম রয়েছে যেখানে সাধারণ মানুষ গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারে। গভমেন্টের সাহায্যে সাধারণ মানুষ অপারেশন করিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু বছরে যদি একবার গভমেন্টের সহায়তায় হেলথ চেকআপ হয় তাহলে অপারেশনের আগেই আমরা সময়মতো তার চিকিৎসা করাতে পারি। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে জেলা হাসপাতাল, শহরাঞ্চলের হাসপাতালে সরকারি পরিকাঠামোর কতটা উন্নতি হয়েছে? চিকিৎসা ক্ষেত্রে হাসপাতালগুলিতে সরকারি পরিকাঠামোর কতটা উন্নতি হওয়া প্রয়োজন?

আমাদের প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখনও ফোকাস করতে হবে। যাতে আমরা মানুষের একবারে কাটাকুটি ইমারজেন্সি সাপে কাটা ট্রমা অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের চাইল্ড কেয়ার ফেসিলিটি দিতে পারি। জ্বর ইনফেকশন ডিসিজকে প্রাইমারি ডায়াগনিস্টিক করতে

পারি। প্রাইমারি হেল্‌থ কেয়ার তার একটা সিলেবাস থাকবে। তার একটা লেভেল অফ কেয়ার থাকবে, যে কেয়ারের মধ্যে পেটে ব্যাথা সাপে কাটা ধুম জ্বর শ্বাসকষ্ট ডায়রিয়া প্রভৃতি মুভমেন্টগুলিকে আমরা ফোকাস করতে পারি। প্রাইমারি হেল্‌থ কেয়ার গুলোকে যদি সার্থক হতে হয় তাহলে সেখানে মোটামুটি একটা ব্লাড টেস্ট বুকের এক্সরে ইসিজি স্টুল টেস্টের ব্যবস্থা থাকতে হবে। আমাদের টোটাল হেলথ কেয়ার বা ক্যাপাসিটির কথাটা ভাবতে হবে। আগামী দশ বছরের ভারতবর্ষের কথা যদি ভাবতে হয় তাহলে আমাদের পলিসি মেকিং অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা গভমেন্ট লেভেলে করতে হবে। পাবলিক এবং গভমেন্টকে জয়েন্টলি ভালোভাবে ভাবতে হবে।

বর্তমানকালে যুব সমাজ নানান নেশায় আসক্ত, যেমন মদ্যপান ধূমপান। যার ফলে সহজেই তারা হার্ট অ্যাটাকের কিংবা কখনও কখনও মৃত্যুর মুখেও পতিত হচ্ছেন। কী বলবেন ?

মদ্যপান, ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে। এমন কোনও উৎশৃংখল জীবন যাপন করলে চলবে না যেখানে হার্ট অ্যাটাক বা মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে।

আগের থেকে বর্তমানে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। এটা কি মানুষের কোথাও সচেতনতার ফল। কী বলবেন ? কিছুটা মানুষের সচেতনতা, কিছুটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি। বর্তমানে জাঙ্কফুট খাবার পরিমাণ অনেক বেশি বেড়েছে, তুলনামূলক ডাল ভাত খাওয়ার পরিমাণ কমেছে। কী বলবেন, এতে কী কোথাও মানব শরীর হু হু করে পতনের সম্মুখীন হচ্ছে না ?

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জাঙ্ক ফুডও খেতে হবে, বাড়ির ডাল ভাতও খেতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কোনও খাবার শরীরের ক্ষতি না করে।

ইলিশ মাছ কীভাবে ধোয়া হলে স্বাদ বাড়ে

বর্ষা নামলেই বাঙালির পাতে ইলিশের পদ চাই-ই চাই। ভাপা, পাতুরি, সর্ষেইলিশ থেকে শুরু করে ঝাল-ঝোলযেভাবেই রান্না হোক না কেন, ইলিশের নাম শুনলেই জিভে জল আসে। তবে অনেকেই অভিযোগ করেন, বাজার থেকে তাজা মাছ কিনে আনার পরও রান্নার পর সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাদ বা মাখোমাখো সুবাস মিলছে না। রন্ধন বিশেষজ্ঞদের মতে, অধিকাংশ সময়েই রান্নার কৌশলে নয়, বরং মাছ ধোয়ার ভুলেই হারিয়ে যায় ইলিশের খাঁটি স্বাদ ও গন্ধ।

ইলিশের প্রধান আকর্ষণ এর নিজস্ব প্রাকৃতিক তেল ও তীব্র অ্যারোমা। সঠিক নিয়মে মাছ না ধুলে সেই স্বাদ নষ্ট হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কীভাবে ইলিশ মাছ ধুলে তার স্বাদ ও পুষ্টিগুণ অটুট থাকবে, জেনে নিন সহজ কয়েকটি উপায় ১. ইলিশ মাছ কাটার পর কখনই দীর্ঘক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখা উচিত নয়। জলে বেশিক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে মাছের ভেতরে থাকা সুস্বাদু তেল ও রক্ত ধুয়ে বেরিয়ে যায়, ফলে মাছ ছিবড়ে হয়ে যায়। কম সময়ে দ্রুত ধুয়ে তুলে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। ২. ইলিশের গায়ে যে হালকা রক্ত বা পিচ্ছিল ভাব থাকে, তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে এর আসল স্বাদ। তাই বারবার ধোয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। হালকা হাতে ১ থেকে ২ বার আলতো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নেওয়া উচিত। ৩. অনেক সময় অন্যান্য মাছের আঁশটে গন্ধ কাটাতে ভিনেগার, লেবুর রস বা নুন-হলুদ মাখিয়ে ধোয়ার অভ্যাস থাকে। ইলিশের ক্ষেত্রে এই ভুল একেবারেই করবেন না। এতে ইলিশের স্বাভাবিক নিজস্ব গন্ধ ও কোমলতা নষ্ট হয়ে যায়। কেবল পরিষ্কার ঠান্ডা জলই মাছ ধোয়ার জন্য যথেষ্ট। ৪. ধোয়ার পর মাছের গায়ে অতিরিক্ত জল জমে থাকলে রান্নার সময়ে তেল ভালোভাবে প্রবেশ করে না এবং ঝোল বা ভাজা পানসে হয়ে যায়। তাই ধুয়ে নেওয়ার পর ছাঁকনিতে রেখে কিংবা শুকনো সুতি কাপড়ে আলতো করে চেপে জল ঝরিয়ে নিন। ৫.সদ্য কেটে আনা তাজা ইলিশ ধোয়ার জন্য সাধারণ তাপমাত্রার জল ব্যবহার করুন। অতিরিক্ত বরফ ঠান্ডা জল ব্যবহার করলে মাছের পেশি শক্ত হয়ে যায় এবং এর প্রাকৃতিক স্বাদ নষ্ট হয়। রান্নার আগে মাছ ধোয়ার এই ছোট ছোট নিয়মগুলি খেয়াল রাখলেই বজায় থাকবে পদ্মা বা গঙ্গার ইলিশের সেই সাবেক ঐতিহ্যবাহী স্বাদ।

গাড়িতে উঠলে বমি হলেও বিপদে পড়তে হবে না কিছু কায়দা জানা থাকলে

পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তা হোক কিংবা শহরের যানজটঅনেকেরই গাড়িতে উঠলে মাথা ঘোরা, গা গোলানো বা বমির সমস্যা শুরু হয়ে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় 'মোশন সিকনেস'। ভ্রমণের আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে মাটি হয়ে যায় এই শারীরিক অস্বস্তির কারণে। মূলত আমাদের চোখ, কান এবং পেশি থেকে মস্তিষ্কে যাওয়া সংকেতের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে এই সমস্যা তৈরি হয়। তবে কয়েকটি সহজ কৌশল মেনে চললে গাড়ির সফর হতে পারে একদম আরামদায়ক ও দুশ্চিন্তামুক্ত। গাড়িতে ওঠার পর কোথায় বসছেন, সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবসময় সামনের সিটে (প্যাসেঞ্জার সিট) বসার চেষ্টা করুন। এতে সামনের রাস্তা স্পষ্ট দেখা যায় এবং মস্তিষ্কের পক্ষে গাড়ির গতি উপলব্ধিকরা সহজ হয়। পিছনের সিটে বসলে ঝাঁকুনি বেশি অনুভূত হয় এবং মোশন সিকনেস বাড়ার আশঙ্কা থাকে।

গাড়ির জানালার কাচ বন্ধ করে ভিতরের বন্ধ আবহাওয়ায় বসে থাকলে বমির ভাব বাড়তে পারে। তাই কিছুটা বাতাস চলাচল করতে দিন। চলন্ত গাড়িতে মোবাইল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা বা বই পড়া একেবারেই এড়িয়ে চলুন। বরং জানালার বাইরে দূরের কোনও স্থির বস্তুর দিকে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করুন। ভ্রমণে বের হওয়ার ঠিক আগে ভারী, অতিরিক্ত মশলাযুক্ত বা চর্বিজাতীয় খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। আবার একদম খালি পেটে গাড়িতে উঠলেও গ্যাস হয়ে বমি হতে পারে। তাই যাত্রার আগে হালকা, সহজে হজম হয় এমন খাবার খান।

আদা মোশন সিকনেসের প্রাকৃতিক প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। সফরের আগে বা পথচলতি ছোট এক টুকরো আদা মুখে রাখলে গা গোলানো ভাব দ্রুত কেটে যায়। এ ছাড়া সঙ্গে লেবু বা পুদিনা পাতা রাখতে পারেন; এর তীব্র গন্ধ ও স্বাদ বমির অনুভূতি অনেকটাই কমিয়ে দেয়। লবঙ্গ বা আমলকীও সঙ্গে রাখা যেতে পারে।

গাড়ির ভেতরের এয়ার ফ্রেশনারের কড়া গন্ধ অনেক সময় বমির কারণ হয়। যদি সম্ভব হয় এ ধরনের তীব্র গন্ধ এড়িয়ে চলুন। অস্বস্তি বাড়লে গাড়ি থামিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য বাইরে নেমে তাজা বাতাসে কিছুক্ষণ হেঁটে নিলে শরীর অনেকটাই হালকা বোধ করে।

এসব ঘরোয়া টোটকার পরও যদি সমস্যা অতিরিক্ত হয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সফরের আধ ঘণ্টা আগে মোশন সিকনেসের ওষুধ খেয়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

বিট নুন নাকি সাধারণ লবণ, কোনটা খাওয়া ভালো

দৈনন্দিন রান্নায় স্বাদ বাড়াতে নুন বা লবণের ভূমিকা অপরিহার্য। তবে স্বাস্থ্য সচেতনতার যুগে এখন সাধারণ সাদা নুন বা টেবিল সল্টের পাশাপাশি রান্নাঘরে জায়গা করে নিয়েছে বিট নুন। ফল বা স্যালাড তো বটেই, অনেকে রান্নায় বা লেবুর জলেও বিট নুন ব্যবহার করতে বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের নিরিখে এই দুই নুনের মধ্যে কোনটি বেশি উপকারী?

রসায়নের ভাষায় দুটি নুনই সোডিয়াম ক্লোরাইড হলেও, এদের তৈরি হওয়ার উৎস ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। সাধারণ লবণ এটি মূলত সমুদ্রের জল বা খনি থেকে পাওয়া নুন পরিশোধনের মাধ্যমে তৈরি হয়। এই পরিশোধন প্রক্রিয়ায় নুনের প্রাকৃতিকভাবে থাকা খনিজ উপাদানগুলি নষ্ট হয়ে যায়। তবে এতে কৃত্রিমভাবে আয়োডিন মেশানো হয়, যা থাইরয়েডের সমস্যা দূর করতে অত্যন্ত জরুরি। বিট নুন এটি এক প্রকার হিমালয় অঞ্চলের খনিজ লবণ। প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া এই নুনকে কয়লা ও অন্যান্য ভেষজ উপাদানের সঙ্গে উচ্চ তাপমাত্রায় ফুটিয়ে তৈরি করা হয়। এর ফলে এতে থাকা সালফারের কারণে একটি বিশেষ গন্ধ ও হালকা গোলাপি-কালো রঙ তৈরি হয়। বিট নুন রিফাইন বা পরিশোধিত করা হয় না বলে এর প্রাকৃতিক খনিজ উপাদানগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে।

পুষ্টিবিদদের মতে, দুটি নুনেরই নিজস্ব কিছু ভালো ও মন্দ দিক রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট কিছু শারীরিক সমস্যার ক্ষেত্রে বিট নুন সাধারণ নুনের চেয়ে বেশি উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। সাধারণ সাদা নুনের তুলনায় বিট নুনে সোডিয়ামের পরিমাণ কিছুটা কম থাকে। শরীরে অতিরিক্ত সোডিয়াম জমা হলে জল জমার সমস্যা দেখা দেয়, যা ওজন বাড়িয়ে তোলে। বিট নুন খেলে এই জল জমার সমস্যা কম হয়, যা পরোক্ষভাবে ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিট নুনকে অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয়। এতে থাকা প্রাকৃতিক খনিজ উপাদান ও সালফার যৌগ পেটের অম্লতা দূর করে পাচক রস ক্ষরণে সাহায্য করে। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস, অম্বল বা পেট ফাঁপার মতো সমস্যায় বিট নুন তাৎক্ষণিক আরাম দেয়। সাধারণ নুনে শুধুমাত্র সোডিয়াম ও আয়োডিন থাকে। অন্যদিকে, বিট নুনে সোডিয়াম ছাড়াও অল্প পরিমাণে আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও পটাশিয়ামের মতো জরুরি খনিজ উপাদান প্রাকৃতিক রূপেই উপস্থিত থাকে। উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশনের রোগীদের জন্য নুন খাওয়া এমনিতেই ক্ষতিকর। অনেকেই মনে করেন সাধারণ নুন বন্ধ করে বিট নুন খেলে ব্লাড প্রেশার বাড়বে না। তবে চিকিৎসকদের মতে, এই ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। সাধারণ নুনের চেয়ে সোডিয়াম কম হলেও বিট নুনেও যথেষ্ট পরিমাণে সোডিয়াম থাকে, যা রক্তচাপ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই ব্লাড প্রেশার বা হৃদরোগের সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে দুই ধরনের নুনই মেপে খাওয়া উচিত। দিনের শেষে কোনও নুনই অতিরিক্ত খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দিনে ৫ গ্রামের (১ চা চামচ) বেশি নুন খাওয়া উচিত নয়। শরীরে আয়োডিনের ঘাটতি মেটাতে ও থাইরয়েড গ্রন্থিকে সুস্থ রাখতে প্রতিদিনের রান্নায় আয়োডিনযুক্ত সাধারণ সাদা নুন ব্যবহার করা জরুরি।

কীটনাশক ছাড়াই অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের কায়দাটা জানলেই, বাড়ির বাগান ফুলে ফলে ভরে উঠবে

সবজি তাজা রাখতে বা খাবার মুড়ে রাখতে রান্নাঘরে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল অনেকেই ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এই চকচকে পাতলা কাগজটিই যে আপনার সাধের বাগানের ভোল বদলে দিতে পারে, তা কি কখনও ভেবেছেন? বাজারচলতি দামি রাসায়নিক বা কীটনাশক না কিনেও, স্রেফ ঘরের এই সাধারণ জিনিসটি দিয়েই গাছের দুর্দান্ত পরিচর্যা করা সম্ভব। গাছকে পোকার হাত থেকে বাঁচানো থেকে শুরু করে পাখির উপদ্রব কমানো, হরেক রকমের মুশকিল আসান লুকিয়ে রয়েছে এতে। কীভাবে নিজের বাগানে এর ম্যাজিক দেখবেন? রইল ৫টি সহজ টোটকা। ১. ফলের গাছে পাখির উপদ্রব বন্ধ: কষ্ট করে গাছে ফল ফলালেন, আর তা পাকার আগেই পাখিরা এসে খেয়ে গেল, এমন অভিজ্ঞতা বহু বাগানপ্রেমীরই হয়েছে। এর সহজ সমাধান লুকিয়ে রয়েছে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে। গাছের ডালে ছোট ছোট ফয়েলের টুকরো বা ঝুলিয়ে দিন। ফয়েলের চকচকে ভাব আলোয় যখন চকচক করবে এবং বাতাসে নড়াচড়া করবে, তখন পাখিরা ভয় পেয়ে গাছের কাছাকাছি আসবে না। কোনও ক্ষতি না করেই পাখিদের দূরে রাখার এটি অত্যন্ত পরিবেশবান্ধব উপায়। ২. পোকামাকড় তাড়ানো: গাছের গোড়ার মাটিতে আর্দতা ধরে রাখতে অনেকেই মালচিং করেন। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই মালচিংয়ের সঙ্গে যদি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের টুকরো মিশিয়ে দেওয়া যায়, তবে পোকার উপদ্রব এক ধাক্কায় অনেক কমে। 'হাউস্টাফওয়ার্কস'-এর একটি গবেষণা ও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফয়েলের প্রতিফলিত আলো মাটির পোকা ও ক্ষতিকর পতঙ্গদের গাছ থেকে দূরে রাখতে দারুণ কার্যকর। ৩. কম আলোতেও গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য: শহরের ফ্ল্যাটবাড়ির বারান্দায় বা বাগানের সব জায়গায় সমান রোদ পৌঁছায় না। ফলে আলোর অভাবে অনেক গাছ ঝিমিয়ে পড়ে। ফয়েল পেপারের প্রতিফলিত হওয়ার ক্ষমতা এখানে দারুণ কাজে আসে। টবের চারপাশে বা মাটিতে ফয়েল বিছিয়ে রাখলে, সূর্যের আলো তাতে ধাক্কা খেয়ে গাছের অন্ধকার অংশেও প্রতিফলিত হয়। এর ফলে গাছ সারা দিন ধরে অতিরিক্ত আলো পায়, যা তার সালোকসংশ্লেষ ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ৪. এক জিনিসেই জোড়া ফায়দা: সবচেয়ে মজার বিষয় হল, এর জন্য আলাদা করে কোনও খরচ নেই। রান্নাঘরের কাজের পর বেঁচে যাওয়া বা একবার ব্যবহার করা ফয়েলও আপনি অনায়াসে বাগানের কাজে লাগাতে পারেন। বাড়তি টাকা খরচ না করে একই জিনিসকে দু'ভাবে ব্যবহার করার এমন স্মার্ট উপায় আর কী-ই বা হতে পারে! ৫. সহজ ঘরোয়া টোটকা: দামি কোনও গার্ডেনিং টুলের বদলে স্রেফ হাতের কাছে থাকা এই ঘরোয়া জিনিসটি দিয়েই আপনি আপনার বাগানকে সুরক্ষিত রাখতে পারছেন। গাছের সুরক্ষায় কোনও কেমিক্যাল ব্যবহার না করে এই সহজ কৌশলটি ব্যবহার করলে বাগান থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সতেজ।

অসমে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি, একাধিক এলাকায় নামছে জল; ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ জোরকদমে চলছে: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ২৬ জুলাই (আইএএনএস): অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রবিবার জানিয়েছেন, রাজ্যের আপার অসমের বন্যা পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে এবং একাধিক প্লাবিত এলাকায় বন্যার জল নামতে শুরু করেছে। তবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিস্থিতি না ফেরা পর্যন্ত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চালিয়ে যাওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

গুয়াহাটির আজারা এলাকায় এক জনসভায় যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান ''মন কি বাত'' শোনার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিশেষ করে শিবসাগর জেলার নাজিরা এলাকার পরিস্থিতির ওপর প্রশাসন নিবিড় নজর রাখছে। এই অঞ্চলটি বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, উদ্ধার ও ত্রাণকাজে নিয়োজিত দলগুলি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে নিরবচ্ছিন্নভাবে পানীয় জল, খাদ্য, ওষুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে।

তিনি বলেন, 'বন্যার জল ধীরে ধীরে নামছে এবং সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। তবে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত থাকবে।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দিতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জেলা প্রশাসন এবং দুর্যোগ মোকাবিলা সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে যাতে প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামে সময়মতো ত্রাণ পৌঁছে যায়, সে জন্য প্রশাসন নিরলসভাবে কাজ করছে।

তিনি জানান, আগামী এক বা দু'দিনের মধ্যেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে বন্যাকবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শনে যাবেন। সেখানে গিয়ে তিনি ক্ষয়ক্ষতির বাস্তব চিত্র পর্যালোচনা করবেন এবং উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, 'আগামী এক-দু'দিনের মধ্যে আমি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করব এবং চলমান ত্রাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি সরেজমিনে দেখব।'

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই বন্যাপীড়িত জেলাগুলিতে ত্রাণ কার্যক্রম আরও জোরদার করেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নদীবাঁধগুলির উপর নিয়মিত নজরদারি, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ এবং জলবন্দি মানুষদের জরুরি সহায়তা প্রদানের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

একইসঙ্গে নদীর জলস্তর ও আবহাওয়ার পরিস্থিতির ওপরও প্রশাসন কড়া নজর রাখছে, যাতে নতুন কোনও পরিস্থিতির দ্রুত মোকাবিলা করা যায়। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

''হর ঘর তিরঙ্গা''কে আবারও জনআন্দোলনে পরিণত করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ স্মরণের বার্তা

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (আইএএনএস): স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে দেশবাসীর প্রতি ''হর ঘর তিরঙ্গা'' অভিযানে উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান ''মন কি বাত''-এর ১৩৬তম পর্বে তিনি বলেন, প্রতিটি ভারতীয়ের উচিত জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ স্মরণ করে প্রতিটি বাড়িতে তিরঙ্গা উত্তোলন করা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই আমরা স্বাধীনতার মহোৎসব উদযাপন করব। ১৫ আগস্ট প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে গর্বের দিন। এই দিনটি সেই অগণিত বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীকে স্মরণ করার দিন, যাঁরা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। তাঁদের আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার কারণেই আজ আমরা হাতে তিরঙ্গা ধারণ করতে পারি। এই তিরঙ্গাই আমাদের সংবিধানের আদর্শের প্রতীক।'

গত কয়েক বছরে ''হর ঘর তিরঙ্গা'' অভিযান দেশজুড়ে এক জনআন্দোলনের রূপ নিয়েছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই উদ্যোগের ফলে দেশের প্রায় প্রতিটি বাড়ি, পাড়া ও রাস্তায় জাতীয় পতাকার উপস্থিতি দেশপ্রেমের এক নতুন আবহ তৈরি করেছে। তিনি বলেন, 'গত কয়েক বছরে ''হর ঘর তিরঙ্গা'' অভিযান সমগ্র দেশকে এক অনন্য দেশপ্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। প্রতিটি বাড়ি ও প্রতিটি রাস্তায় তিরঙ্গা উদযাপনের দৃশ্য দেখা গেছে। এ বছরও একই উৎসাহে এই অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সর্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে তিরঙ্গা উত্তোলন করতে হবে।'

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দেশ গঠনের নানা বিষয় নিয়ে নাগরিকদের মতামত ও পরামর্শ মাইগভ প্ল্যাটফর্মে পাঠানোর আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রতি বছরের মতো এবারও তিনি দেশবাসীর মূল্যবান পরামর্শের অপেক্ষায় রয়েছেন।

এদিন প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও ভারতরত্ন ড. এ.পি.জে. আব্দুল কালাম-কেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, ২৭ জুলাই ড. কালামের মৃত্যুবার্ষিকী। শিক্ষক হিসেবে তরুণ প্রজন্মকে বড় স্বপ্ন দেখতে এবং দেশের জন্য কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম বড় লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ড. কালামের ব্যক্তিত্বের বহু অনুপ্রেরণাদায়ক দিক ছিল, তবে একজন শিক্ষক হিসেবেই তিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন। তিনি শিশু ও যুবসমাজকে বড় স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করতেন।'

একইসঙ্গে আসন্ন গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে দেশের সকল শিক্ষক, গুরু এবং অভিভাবকদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'আমাদের প্রথম শিক্ষক আমাদের বাবা-মা। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আমাদের জ্ঞান অর্জনের পথ দেখান। গুরু পূর্ণিমা তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি পবিত্র উপলক্ষ। দেশের সমস্ত শিক্ষক ও গুরুকে আমি আন্তরিক প্রণাম জানাই।'

ব্ল্যাক সি-তে বাণিজ্যিক জাহাজে চাকরি নেওয়ার আগে সতর্ক থাকার পরামর্শ ভারতের, নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে এমইএ-র বিশেষ নির্দেশিকা

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (আইএএনএস): ব্ল্যাক সি (কৃষ্ণসাগর) অঞ্চলে চলাচলকারী বা ওই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাতায়াতকারী বাণিজ্যিক জাহাজে চাকরি নিতে ইচ্ছুক ভারতীয় নাগরিকদের জন্য বিশেষ সতর্কতামূলক নির্দেশিকা জারি করল বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ)। রবিবার জারি করা এই পরামর্শে বলা হয়েছে, চাকরি গ্রহণের আগে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত মূল্যায়ন করা অত্যন্ত জরুরি।

এমইএ জানিয়েছে, চলমান সংঘাতের কারণে ব্ল্যাক সি এবং সংলগ্ন সামুদ্রিক এলাকায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি এখনও অত্যন্ত অস্থির। ওই অঞ্চলে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার মতো বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়ছে।

মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, '২০২৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে বাণিজ্যিক জাহাজের উপর হামলার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এসব হামলায় ইতিমধ্যেই পাঁচজন ভারতীয় নাগরিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।'

এমইএ-র পরামর্শ অনুযায়ী, যাঁরা এই ধরনের চাকরি গ্রহণ করবেন, তাঁদের নিয়োগকারী সংস্থা, রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি এবং জাহাজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে জাহাজের সম্ভাব্য রুট, কোন কোন বন্দরে জাহাজ যাবে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, বিমা সুরক্ষা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।'

এছাড়া চাকরির শর্তাবলি আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক মানদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, জরুরি পরিস্থিতিতে চিকিৎসা, উদ্ধার, দেশে প্রত্যাবর্তন এবং ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত করার পরামর্শও দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। ভারতীয় নাবিকদের নিজেদের যাত্রাপথ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত অবহিত রাখা এবং তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

'কারও সন্তান বাবাকে শুধু ছবিতেই দেখেছে, কারও মা অপেক্ষা করেই চোখের আলো হারিয়েছেন' কার্গিল বিজয় দিবসে আবেগঘন রাজনাথ; পাকিস্তানকে কড়া বার্তা

দ্রাস (লাদাখ), ২৬ জুলাই (আইএএনএস): কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে লাদাখের দ্রাসে কার্গিল যুদ্ধ স্মারকে শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আবেগঘন ভাষণ দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে দেশের জন্য আত্মবলিদানকারী বীর সেনাদের ত্যাগের মূল্য কখনও ভোলা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, ভারত যখন উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে, তখন পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকেই রাষ্ট্রনীতির অংশ করে তুলেছে।

কার্গিল যুদ্ধ স্মারকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, 'এই স্মারকের উপরে যে তেরঙ্গা পতাকা গর্বের সঙ্গে উড়ছে, তার সম্মান ও গৌরবের জন্য বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে। ঠিক ২৭ বছর আগে পাকিস্তান প্রতারণার মাধ্যমে শীতকালে খালি থাকা পাহাড়চূড়াগুলি দখল করেছিল। কিন্তু তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহস ও অদম্য মনোবলের শক্তি বুঝতে পারেনি। আমাদের জওয়ানরা শুধু পাহাড়ের চূড়াই জয় করেননি, মানবসীমার সব সংজ্ঞাকেও অতিক্রম করেছিলেন।'

তিনি বলেন, কার্গিল যুদ্ধ শুধু ভারতের সামরিক বা কৌশলগত বিজয় নয়, বরং গোটা বিশ্বের সামনে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্বের এক উজ্জ্বল নজির।

আবেগঘন কণ্ঠে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এই বিজয়ের মূল্য দিয়েছেন ৫০০-রও বেশি বীর সন্তান। যখন তাঁদের মরদেহ জাতীয় পতাকায় মোড়ানো অবস্থায় বাড়িতে পৌঁছেছিল, তখন সেই দৃশ্য কেউ ভুলতে পারবে না। কেউ সদ্য বিবাহিত অবস্থায় সিঁদুর হারিয়েছেন, কেউ ছেলের অপেক্ষায় থেকে চোখের আলো হারিয়েছেন, আবার এমন সন্তানও রয়েছে যারা বাবাকে শুধু ছবিতেই দেখেছে। সেই বীরদের বয়স ছিল মাত্র ২২, ২৪ কিংবা ২৬ বছর। তাঁদের সামনে গোটা জীবন পড়ে ছিল, হাজারো স্বপ্ন ছিল। কিন্তু দেশের ডাকে তাঁরা এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে সব স্বপ্ন উৎসর্গ করেছিলেন।'

তিনি আরও বলেন, আজও মায়েরা সন্তানদের বীরত্বের গল্প শোনাতে গিয়ে ক্যাপ্টেন মনোজ পাণ্ডে, ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রা-সহ অসংখ্য কার্গিল বীরের কথা বলেন। তাঁদের আত্মত্যাগ আগামী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। পরে পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে রাজনাথ সিং বলেন, 'আজ ভারত নতুন উদ্ভাবনের পথ খুঁজছে, আর পাকিস্তান নতুন অনুপ্রবেশের পথ খুঁজছে। ভারত চিপ ডিজাইন করছে, পাকিস্তান সন্ত্রাস ডিজাইন করছে। ভারত স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম গড়ে তুলছে, আর পাকিস্তান তৈরি করছে সন্ত্রাসের ইকোসিস্টেম। ভারত সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করছে, পাকিস্তান তৈরি করছে আত্মঘাতী জঙ্গি। ভারত মহাকাশ অভিযানের জন্য বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হচ্ছে, আর পাকিস্তান প্রক্সি মিশনে ব্যস্ত।'

তিনি আরও বলেন, 'ভারত বিশ্বের জন্য সফটওয়্যার তৈরি করছে, আর পাকিস্তান রপ্তানি করছে ''স্লিপার সেল''। ভারত ডেটা সেন্টার নির্মাণ করছে, পাকিস্তান গড়ে তুলছে মৌলবাদ ছড়ানোর কেন্দ্র। ভারত ইউপিআইয়ের মাধ্যমে বিশ্বকে সংযুক্ত করছে, আর পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে ''হাওয়ালা'' চক্রের সঙ্গে যুক্ত করছে।' ''অপারেশন সিঁদুর''-এর প্রসঙ্গ টেনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, এই অভিযানের মাধ্যমে ভারত শুধু জঙ্গিদের নয়, তাদের মদতদাতাদেরও এমন শিক্ষা দিয়েছে, যা তারা সারাজীবন ভুলবে না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে ভারতকে ভয় দেখানোর যে কোনও চেষ্টা কঠোর জবাব পাবে।'

পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার প্রশ্নে রাজনাথ সিংয়ের স্পষ্ট বক্তব্য, 'পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও বিস্তৃত আলোচনা হবে না। যদি কখনও আলোচনা হয়, তা হবে শুধুমাত্র পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) নিয়ে, যা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পাকিস্তান অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে।'

''মন কি বাত''-এ সীতামঢ়ির প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার উদ্যোগ, আহমেদাবাদের বৃক্ষরোপণ ও ''ভোকাল ফর লোকাল''-এর প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি/সীতামঢ়ি/গান্ধীনগর, ২৬ জুলাই (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান ''মন কি বাত''-এর ১৩৬তম পর্বে পরিবেশ সংরক্ষণ, স্থানীয় শিল্পের প্রসার এবং জনঅংশগ্রহণমূলক উদ্যোগের একাধিক উদাহরণ তুলে ধরেন। বিহারের সীতামঢ়ির একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার প্রকল্প, গুজরাটের আহমেদাবাদে রেকর্ড গড়া বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং দেশবাসীকে ''ভোকাল ফর লোকাল'' হওয়ার আহ্বান ছিল তাঁর বক্তব্যের অন্যতম আকর্ষণ।

প্রধানমন্ত্রী সীতামঢ়ির ''ওয়েস্ট টু ওয়েলথ'' উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, সেখানে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই বেঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিটি বেঞ্চ তৈরিতে প্রায় ৪০ কেজি প্লাস্টিক ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সেগুলি সরকারি স্কুল, পার্ক ও বিভিন্ন জনসমাগমস্থলে বসানো হচ্ছে। তাঁর মতে, এই উদ্যোগ ''রিডিউস, রিইউজ ও রিসাইকেল''-এর ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসার পর সীতামঢ়ির জেলা আধিকারিকরাও প্রকল্পটির পরিবেশগত গুরুত্ব তুলে ধরেন। জেলা ব্যবস্থাপক রাঘব ঝা জানান, বাজপট্টির প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রটি জেলার প্রধান প্রসেসিং ইউনিট হিসেবে কাজ করছে। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে সংগ্রহ করা প্লাস্টিক এখানে এনে পরিষ্কার, বাছাই ও পুনর্ব্যবহার করা হয়। তিনি বলেন, 'প্লাস্টিক স্বাভাবিকভাবে নষ্ট হয় না, ফলে দূষণ সৃষ্টি করে। তাই এগুলিকে পুনর্ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করা হচ্ছে। এই উদ্যোগে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের পূর্ণ সহযোগিতা মিলছে।'

মুখিয়া প্রতিনিধি রণজিৎ সিং বলেন, 'মানুষ যে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ফেলে দিত, তা এখন সংগ্রহ করে বেঞ্চসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করা হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।'

সরপঞ্চ প্রতিনিধি আনওয়ারুল হক বলেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা সাধারণ মানুষকে এই উদ্যোগে আরও উৎসাহিত করবে। ওয়ার্ড সদস্য দেবেন্দ্র সাহ জানান, আগে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা হলেও এখন প্লাস্টিক আলাদা করে সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহার করা হচ্ছে, যার ফলে পরিচ্ছন্নতা অনেক বেড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, জেলার ডুমরা, রিগা, বাজপট্টি এবং রুন্নিসাইদপুর ব্লক থেকে প্রায় ৮,০০০ কেজি প্লাস্টিক সংগ্রহ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৪,০০০ কেজি প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করে ৮৫টি বেঞ্চ তৈরি করা হয়েছে।

একই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আহমেদাবাদের ভদাজ এলাকায় ''এক পেড় মা কে নাম'' অভিযানের আওতায় এক ঘণ্টায় সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি চারা রোপণের বিশ্বরেকর্ডেরও প্রশংসা করেন। তিনি জানান, ২৫ হাজারেরও বেশি মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন এবং এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে একটি ঘন শহুরে অরণ্যে পরিণত হবে। এই কৃতিত্ব ইতিমধ্যেই গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ স্থান পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে অন্তত একটি গাছ লাগানোর অঙ্গীকার করার আহ্বান জানান। গান্ধীনগরে মহাকালেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বসে ''মন কি বাত'' শোনেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পটেল। পরে তিনি সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, আহমেদাবাদের নাগরিকদের এই অসাধারণ উদ্যোগ জনঅংশগ্রহণের এক অনন্য উদাহরণ এবং সকলের উচিত ''এক পেড় মা কে নাম'' অভিযানে অংশ নেওয়া।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রী ৭ আগস্ট পালিত হতে চলা জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে হ্যান্ডলুম, খাদি ও হস্তশিল্পের পণ্য কেনার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রতিটি হ্যান্ডলুম বস্ত্র একটি অঞ্চল, একটি সম্প্রদায় এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা ঐতিহ্যের গল্প বহন করে।

তিনি জানান, গত ১২ বছরে খাদি পণ্যের বিক্রি ছয় গুণ বেড়ে প্রায় ৮,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। আসন্ন উৎসবের মরশুমে অন্তত একটি খাদি, হ্যান্ডলুম বা হস্তশিল্পের পণ্য কেনার জন্য তিনি দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান।

প্রধানমন্ত্রী ভারতের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র নিয়েও কথা বলেন। তিনি ত্রিপুরার উপজাতি সমাজে ব্যবহৃত চংপ্রেং বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করে বলেন, সুরজ কুমার দেববর্মা এই প্রায় হারিয়ে যেতে বসা বাদ্যযন্ত্রকে নতুন প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। ককবরক লোকসংগীত, বাউল ও বাংলা লোকগানের সঙ্গে চংপ্রেং পরিবেশন করে তিনি ঐতিহ্যকে নতুন করে জীবন্ত করে তুলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে নিজেদের এলাকার ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে সামাজিক মাধ্যমে তথ্য ভাগ করে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এর মাধ্যমে ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।

আত্মনির্ভরতার সুবাস ছড়াচ্ছে বিজনৌরের ভেষজ চা, 'নারী শক্তি' ও ক্রীড়াবিদদের সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের বিজনৌর জেলার লাখিওয়ালা গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি 'বিদুর প্রেরণা স্বদেশি হার্বাল টি'-র ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১৩৬তম পর্বে তিনি বলেন, এই ভেষজ চা শুধু স্বাদই দেয়নি, বহু মহিলার জীবনে আত্মনির্ভরতার নতুন সুবাসও ছড়িয়ে দিয়েছে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতীয় যুবসমাজ ও 'নারী শক্তি'-র সাম্প্রতিক সাফল্যেরও প্রশংসা করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের দেশে চা শুধু একটি পানীয় নয়, এটি একসঙ্গে থাকার অনুভূতির প্রতীক। দিনের শুরু, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা কিংবা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোসব ক্ষেত্রেই চা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আমার নিজের জীবনেও চায়ের সঙ্গে একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।'

তিনি বলেন, 'আজ যে চায়ের কথা বলছি, তা শুধু স্বাদই দেয়নি, বহু মহিলার জীবনে আত্মনির্ভরতার সুবাসও ছড়িয়েছে। উত্তরপ্রদেশের বিজনৌর জেলার লাখিওয়ালা গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তৈরি করেছেন 'বিদুর প্রেরণা স্বদেশি হার্বাল টি'।'

প্রধানমন্ত্রী জানান, এই ভেষজ চায়ে লেমনগ্রাস, গিলয়, যষ্টিমধু, তুলসি, কাঁচা হলুদ, দারুচিনি, এলাচ এবং মৌরির মতো প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করা হয়। স্বাদ ও গুণগত মানের জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই এই চা মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

তিনি বলেন, 'প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ এবং দিল্লির আন্তর্জাতিক ফুড ফেস্টিভ্যালে এই হার্বাল চা ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিদেশি দর্শনার্থীরাও এই চায়ের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন।'

প্রধানমন্ত্রী জানান, মাত্র এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ দিয়ে এই উদ্যোগ শুরু হয়েছিল। বর্তমানে এই ব্র্যান্ড দেশের বিভিন্ন বড় প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে গিয়েছে। তাঁর কথায়, 'স্থানীয় জ্ঞান, প্রকৃতি এবং মহিলাদের আত্মবিশ্বাস একসঙ্গে কাজ করলে ছোট উদ্যোগও বড় পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে।'

অনুষ্ঠানে দেশের ক্রীড়াবিদদের সাফল্যের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'সম্প্রতি খেলাধুলার জগতে আমাদের যুবসমাজ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। ব্যাডমিন্টনে পিভি সিন্ধু জাপান ওপেনের শিরোপা জয়ী প্রথম ভারতীয় হয়েছেন। তাঁর এই সাফল্যে গোটা দেশ গর্বিত।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, লন্ডনের ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের টেস্ট জয় দেশের ক্রীড়া ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। ২৭০ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে ভারতীয় মহিলা দল ইতিহাস গড়েছে।

তিনি বলেন, 'এটি একটি ঐতিহাসিক জয়। শুধু ২৭০ রানের ব্যবধানে জয়ই নয়, লর্ডসের দীর্ঘ ইতিহাসে এটিই ছিল কোনও মহিলা দলের প্রথম টেস্ট ম্যাচ। ১৯৮৩ সালে এই মাঠেই ভারত প্রথম ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছিল। এবার সেই একই মাঠে আমাদের ''নারী শক্তি'' দেশের গৌরব আরও বাড়িয়ে দিল।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের যুবসমাজ এবং মহিলা ক্রীড়াবিদদের এই ধারাবাহিক সাফল্য ভারতের নতুন আত্মবিশ্বাস ও সক্ষমতার প্রতিফলন, যা আগামী প্রজন্মকে আরও এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে।

মণিপুরের লোকতাক এখন মহাবিশ্বেও উজ্জ্বল, তরুণ বিজ্ঞানীর সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (আইএএনএস): মণিপুরের বিজ্ঞানী ড. রোনাল্ডো লাইশরাম-এর অসাধারণ বৈজ্ঞানিক সাফল্যের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, তাঁর কাজ প্রমাণ করে যে বিশ্বজুড়ে সাফল্য অর্জন করেও নিজের শিকড় ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর সংযোগ বজায় রাখা সম্ভব। রবিবার সম্প্রচারিত তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান ''মন কি বাত''-এর ১৩৬তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ড. লাইশরামের এই কৃতিত্ব শুধু ভারতীয় বিজ্ঞানকেই নয়, মণিপুরের বিখ্যাত লোকতাক হ্রদকেও আন্তর্জাতিক স্তরে নতুন পরিচিতি এনে দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি এমন একজনের কথা বলব, যাঁর কৃতিত্বে প্রতিটি ভারতীয় গর্ব অনুভব করবেন। তিনি বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের জগতে কাজ করছেন, বিশ্বজুড়ে প্রশংসা পাচ্ছেন, তবুও নিজের শিকড়কে কখনও ভুলে যাননি। তিনি হলেন মণিপুরের ড. রোনাল্ডো লাইশরাম।'

তিনি জানান, নাম বিখ্যাত ফুটবলার রোনাল্ডোর সঙ্গে মিল থাকলেও ড. লাইশরামের কর্মক্ষেত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান। বর্তমানে জাপানে কর্মরত এই ভারতীয় বিজ্ঞানী সম্প্রতি একদল গবেষকের সঙ্গে মিলে নবীন গ্যালাক্সির একটি বিশাল গুচ্ছ আবিষ্কার করেছেন। সেই আবিষ্কারের নামকরণ করেছেন মণিপুরের বিখ্যাত লোকতাক হ্রদ-এর নামে ''লোকতাক প্রোটোক্লাস্টার''।

প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা করেন, লোকতাক হ্রদ তার ভাসমান ''ফুমদি''-র জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। উদ্ভিদ ও জৈব পদার্থের ভাসমান দ্বীপের মতো এই ফুমদিগুলি হ্রদের উপর এক অনন্য প্রাকৃতিক দৃশ্য সৃষ্টি করে। তাঁর কথায়, 'যেমন লোকতাক হ্রদের ফুমদিগুলি বিশাল জলরাশির উপর ভাসমান ছোট ছোট দ্বীপের মতো দেখায়, তেমনই মহাকাশে নবীন গ্যালাক্সিগুলি মিলিত হয়ে এক বিশাল কাঠামো তৈরি করেছে।'

''ক্যাচ দ্য রেন'' গণআন্দোলনে পরিণত হচ্ছে, প্রতিটি জলবিন্দু সংরক্ষণের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (আইএএনএস): বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা সংরক্ষণের লক্ষ্যে শুরু হওয়া ''ক্যাচ দ্য রেন'' অভিযানে দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান ''মন কি বাত''-এর ১৩৬তম পর্বে তিনি বলেন, গ্রাম থেকে শহর, পঞ্চায়েত থেকে সামাজিক সংগঠনসব স্তরেই জল সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে এক গণআন্দোলনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, ''মন কি বাত''-এর আগের পর্বে তিনি বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা সংরক্ষণের জন্য ''ক্যাচ দ্য রেন''-কে জনআন্দোলনে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'এই অভিযানের মূল বার্তা খুবই সহজযেখানে এবং যখন বৃষ্টি হবে, সেখানেই সেই জল সংরক্ষণ করতে হবে। সেই লক্ষ্যেই ৪ জুলাই থেকে দেশজুড়ে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণ, পুরনো জলাশয়ের পুনরুজ্জীবন এবং বৃক্ষরোপণের কাজে নতুন গতি এসেছে।'

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষ, স্থানীয় প্রশাসন এবং সামাজিক সংগঠনগুলির উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণে সন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'গ্রাম হোক বা শহর, পঞ্চায়েত হোক বা সামাজিক সংগঠনসর্বত্র মানুষের উৎসাহ চোখে পড়ছে। কোথাও পুরনো পুকুর থেকে পলি অপসারণ করা হচ্ছে, কোথাও আবার কুয়ো ও সোপানকূপ পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে। বহুদিন ব্যবহারহীন বোরওয়েল এখন ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।'

দেশের বিভিন্ন রাজ্যের উদাহরণ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলায় প্রায় ১,৫০০টি নতুন পুকুর তৈরি হয়েছে। নরসিংহপুরে একাধিক ''অমৃত সরোবর'' পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের নাসিকে এই অভিযানের মাধ্যমে জল সংরক্ষণের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি আরও বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশের নান্দিয়াল জেলায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেছে এবং বহু পুরনো পুকুর পুনরুজ্জীবিত করে আবার ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হয়েছে।

শুধু গ্রামাঞ্চল নয়, শহরগুলিতেও এই উদ্যোগের ইতিবাচক ফল মিলছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ছত্তীসগঢ়ের কোরবা, ওড়িশার ভুবনেশ্বর এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়নগরমে ''ক্যাচ দ্য রেন'' অভিযানের উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে।

দেশবাসীর উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আসুন, আমরা প্রত্যেকে আমাদের আশপাশের একটি পুকুর, কুয়ো বা জলাশয়ের দায়িত্ব নিই। প্রতিটি জলবিন্দু সংরক্ষণ করি। আজ যে প্রতিটি ফোঁটা জল আমরা বাঁচাতে পারব, সেটাই আগামী প্রজন্মের জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ হয়ে উঠবে।'

কাশ্মীরের ঐতিহ্যবাহী 'ভাঘু' মাদুরের পুনর্জাগরণে কারিগরদের প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর, 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর বার্তা

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (আইএএনএস): কাশ্মীরের শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ও পরিবেশবান্ধব 'ভাঘু' মাদুর তৈরির শিল্পের পুনর্জাগরণের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১৩৬তম পর্বে তিনি বলেন, প্রতিভা ও নিষ্ঠা থাকলে যে কোনও ঐতিহ্যকে নতুন করে জীবিত করা সম্ভব। কাশ্মীরের 'ভাঘু' মাদুর তারই একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যখন কারও মধ্যে প্রতিভা ও কিছু করে দেখানোর আগ্রহ থাকে, তখন প্রতিটি পথই সহজ হয়ে যায়। কাশ্মীরের ঐতিহ্যবাহী 'ভাঘু' মাদুরকে ঘিরে যে প্রচেষ্টা চলছে, তা তারই প্রমাণ।'

তিনি জানান, বহু প্রাচীন এই মাদুর কাশ্মীরের জলাভূমিতে জন্মানো নলখাগড়া ও ধানের খড় দিয়ে তৈরি করা হয়। প্রথমে জলাভূমি থেকে ঘাস ও নলখাগড়া সংগ্রহ করা হয়। পরে সেগুলি রোদে শুকিয়ে বাছাই করার পর শুরু হয় হাতে বোনার কাজ।

প্রধানমন্ত্রী জানান, একটি 'ভাঘু' মাদুর তৈরি করতে দুইজন কারিগরের প্রায় চার দিন সময় লাগে। এই মাদুর সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব এবং এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, গ্রীষ্মে শীতলতা ও শীতে উষ্ণতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। একসময় কাশ্মীরের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই এই মাদুর ব্যবহার করা হলেও, গত কয়েক বছরে এর ব্যবহার অনেকটাই কমে গিয়েছিল। এই ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য শ্রীনগরের বাসিন্দা গুলাম হুসেন এবং তাঁর কন্যা তানজিলার উদ্যোগের বিশেষ প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'শ্রীনগরের গুলাম হুসেনজি এবং তাঁর মেয়ে তানজিলা এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার সংকল্প নিয়েছিলেন। অত্যন্ত সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা গুলাম হুসেনজি এই পথে বহু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু 'ভাঘু'-কে বাঁচিয়ে রাখার তাঁর সংকল্প কখনও টলেনি। অল্প সময়ের মধ্যেই বহু মানুষ এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হন।'

প্রধানমন্ত্রী জানান, গুলাম হুসেনের প্রচেষ্টায় এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প নতুন গতি পেয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসনেরও সহযোগিতা মিলেছে। বর্তমানে 'ভাঘু' মাদুর কাশ্মীরের গণ্ডি পেরিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

''ভোকাল ফর লোকাল'' উদ্যোগের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'স্থানীয় পণ্যের ব্যবহারে আমরা সবাই জোর দিচ্ছি। তাই কাশ্মীরের ঐতিহ্যবাহী 'ভাঘু' মাদুরকেও আপনার বাড়ির একটি অংশ করার কথা বিবেচনা করতে পারেন।'

তিনি আরও বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ শুধু ঐতিহ্য রক্ষা করে না, স্থানীয় কারিগরদের কর্মসংস্থান ও আত্মনির্ভরতার পথও সুগম করে।

বিহার থেকে অপহৃত দুই নাবালিকাকে উদ্ধার দিল্লি পুলিশের, আন্তঃরাজ্য অভিযানে সাফল্য

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই (আইএএনএস): দীর্ঘ আন্তঃরাজ্য তল্লাশি অভিযান, প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি এবং গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিহার থেকে অপহৃত দুই নাবালিকা কিশোরীকে উদ্ধার করল দিল্লি পুলিশের সেন্ট্রাল জেলার অ্যান্টি-হিউম্যান ট্র্যাফিকিং ইউনিট (এএইচটিইউ)। চলতি বছরে এই ইউনিটের মাধ্যমে মোট ৪৬ জন নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে।

রবিবার সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট পুলিশের প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পাহাড়গঞ্জ এবং আনন্দ পর্বত থানায় দায়ের হওয়া দুটি পৃথক অপহরণ মামলায় নিখোঁজ দুই নাবালিকাকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।তদন্তের সময় পুলিশ ৬৫টি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে। পাশাপাশি প্রায় ১৪০টি অনাথ আশ্রম, আশ্রয়কেন্দ্র, ধর্মীয় স্থান এবং রেড-লাইট এলাকা তল্লাশি চালানো হয়। এছাড়াও একাধিক আন্তঃ রাজ্য অভিযানের পর শেষ পর্যন্ত বিহারে দুই কিশোরীর সন্ধান মেলে।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রথম নাবালিকা, ১৩ বছর বয়সি ''কে.কে.'', পাহাড়গঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। তাঁর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় পাহাড়গঞ্জ থানায় এফআইআর নম্বর ৩৪৭/২০২৬ নথিভুক্ত হয়েছিল।

তদন্তের এক পর্যায়ে পুলিশের হাতে একটি গোপন তথ্য এবং কিশোরীর সঙ্গে যুক্ত একটি মোবাইল নম্বর আসে। প্রযুক্তিগত নজরদারিতে প্রথমে মোবাইলের অবস্থান বিহারের সহরসা জেলায় শনাক্ত হয়। তবে পুলিশ সেখানে পৌঁছানোর আগেই মোবাইলের অবস্থান বদলে সুপৌল জেলায় চলে যায়। এরপর সুপৌলের ছাতাপুর থানার পুলিশের সহযোগিতায় এএইচটিইউ-র দল কিশোরীকে নিরাপদে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, ১৫ বছর বয়সি দ্বিতীয় নাবালিকা ''এন.কে.'', আনন্দ পর্বত এলাকার বাসিন্দা। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় আনন্দ পর্বত থানায় এফআইআর নম্বর ৬৯০/২০২৫ দায়ের করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনে আর্ট সোসাইটির বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই: আগরতলার রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনে রবিবার অনুষ্ঠিত হলো আর্ট সোসাইটির বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান। শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চার প্রসার এবং নবীন-প্রবীণ শিল্পীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, সম্মাননা প্রদান এবং শিল্পচর্চা বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতন কল্যাণী রায়। তিনি তাঁর বক্তব্যে রাজ্যের শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশে আর্ট সোসাইটির ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে শিল্পচর্চার সঙ্গে যুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের উদ্যোগ রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে আর্ট সোসাইটির সভাপতি, সম্পাদক-সহ সংস্থার অন্যান্য পদাধিকারী, শিল্পী এবং সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশে এ ধরনের কর্মসূচি নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হবে।

প্রায় চার বছরের দায়িত্ব পালন শেষে বাইখোড়া থানার ওসি বিষ্ণু চন্দ্র দাসকে বিদায় সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ি, ২৬ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরার বাইখোড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হিসেবে প্রায় চার বছর দায়িত্ব পালন শেষে বদলিজনিত কারণে ওসি বিষ্ণু চন্দ্র দাস-কে আন্তরিক বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। শনিবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধি, পুলিশ আধিকারিক, সমাজসেবী, সাংবাদিক এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দীর্ঘ কর্মজীবনের এই পর্যায়ে ওসি বিষ্ণু চন্দ্র দাস নিষ্ঠা, সততা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি জনসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর পেশাদারিত্ব, মানবিক আচরণ এবং জনবান্ধব মনোভাব সাধারণ মানুষের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

বক্তারা আরও বলেন, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক, মানবিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ এলাকাবাসীর কাছে প্রশংসিত হয়েছে। বাইখোড়া থানায় তাঁর নেতৃত্ব ও কর্মদক্ষতা দীর্ঘদিন মানুষের মনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলেও মত প্রকাশ করেন তারা।

অনুষ্ঠানের শেষে ওসি বিষ্ণু চন্দ্র দাসের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং নতুন কর্মস্থলে সফল কর্মজীবনের জন্য শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানানো হয়।

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, বাইখোড়া থানার অধীনস্থ বিভিন্ন ফাঁড়ির ওসি ও পুলিশ আধিকারিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী, সাংবাদিক এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মণিপুরে জঙ্গি ও মাদকবিরোধী অভিযানে সাফল্য, গ্রেফতার ৫ জঙ্গি ও ২ মাদক পাচারকারী; উদ্ধার বিপুল অস্ত্র-মাদক

ইম্ফল, ২৬ জুলাই (আইএএনএস): গত ২৪ ঘণ্টায় মণিপুরের বিভিন্ন জেলায় পৃথক অভিযানে পাঁচ জঙ্গি এবং দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। একইসঙ্গে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক এবং প্রায় ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের সন্দেহভাজন ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছে পুলিশ।

এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক জানান, গ্রেফতার হওয়া পাঁচ জঙ্গি নিষিদ্ধ সংগঠন কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (কেসিপি), কাংলেই ইয়াওল কান্না লুপ (কেওয়াইকেএল) এবং ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (ইউএনএলএফ)-এর সদস্য। ইম্ফল পূর্ব, কাকচিং এবং থৌবল জেলায় পৃথক অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়। অপহরণ এবং জোর করে চাঁদা আদায়-সহ একাধিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে তারা জড়িত ছিল বলে অভিযোগ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধর্মনগরে রেল ডিভিশন ও কৈলাশহর বিমানবন্দর চালুর দাবিতে গণ কনভেনশন, বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে পৃথক রেল ডিভিশন গঠন এবং দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা কৈলাশহর বিমানবন্দর পুনরায় চালুর দাবিতে রবিবার এক গণ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবনে 'ধর্মনগর রেলওয়ে ডিভিশন ডিমান্ড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি'-র উদ্যোগে আয়োজিত এই কনভেনশনে জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট নাগরিক এবং কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহরের বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, যুবরাজনগরের বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ, কমিটির সভাপতি কুন্দর্ব ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য সদস্যরা।

কনভেনশনে বক্তারা বলেন, উত্তর ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বার্থে ধর্মনগরে পৃথক রেল ডিভিশন স্থাপন এবং কৈলাশহর বিমানবন্দর পুনরায় চালু করা অত্যন্ত জরুরি। তাঁদের দাবি, বর্তমানে লামডিং রেল ডিভিশনের আওতাধীন রেলপথের দৈর্ঘ্য নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেছে। পাশাপাশি ধর্মনগরে নতুন রেল ডিভিশন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোও বিদ্যমান রয়েছে।

বক্তারা আরও বলেন, তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকা কৈলাশহর বিমানবন্দর পুনরায় চালু হলে উত্তর ত্রিপুরা, ঊনকোটি ও ধলাই জেলার লক্ষাধিক মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ হবে। একই সঙ্গে সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক, পর্যটন ও কৌশলগত গুরুত্বও বৃদ্ধি পাবে। কনভেনশনের শেষে কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, রেল ডিভিশন গঠন এবং কৈলাশহর বিমানবন্দর চালুর দাবি দ্রুত বাস্তবায়ন না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর গণআন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

গ্রাম প্রধানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, পরিবর্তনের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে আবেদন আড়ালিয়া গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ জুলাই: চড়িলাম ব্লকের অন্তর্গত আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ভবেশ চৌধুরীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে তাঁর অপসারণের দাবি জানালেন এলাকার বাসিন্দারা। রবিবার সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগরে দিয়ে গ্রামবাসীরা মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধানের স্বাক্ষর বা প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে দীর্ঘ সময় বাড়ির গেটের বাইরে অপেক্ষা করতে হয়। এমনকি বারবার ডাকাডাকি করলেও তিনি অনেক সময় বাড়ির গেট বা দরজা খুলে দেখা করেন না। ফলে সাধারণ মানুষ, ছাত্র-যুবক এবং বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার আবেদনকারীদের প্রয়োজনীয় কাজ না করেই ফিরে আসতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তারা।

গ্রামবাসীদের দাবি, এই পরিস্থিতির কারণে সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তাই জনস্বার্থে আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে পরিবর্তনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন তারা।

নতুনবাজার কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ জুলাই: আজ নতুনবাজার কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান-এর অধীনে এক বৃহৎ মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিস এবং অল ত্রিপুরা ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে বিনামূল্যে এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একযোগে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই ধরনের উন্নত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করায় তিনি আয়োজক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

আজকের এই শিবিরে মোট ৩৮৬ জন রোগী স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন। নতুনবাজার কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ কিশোর ভৌমিক জানান, শিবিরে মেডিসিন, অস্থি, সার্জারি, চক্ষু, ক্যান্সার প্রতিরোধ, নাক কান গলা, শিশু বিভাগ এবং স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগের অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা রোগী দেখেন। পরামর্শের পাশাপাশি রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয় এবং আল্ট্রাসোনোগ্রাফিও করা হয়েছে।

শিবিরে সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে পরিষেবা দেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাঃ অরিন্দম ভৌমিক, ডাঃ এন সি দাস, ডাঃ জয়শঙ্কর মজুমদার, ডাঃ বিশ্বজিত পাল, ডাঃ প্রীতম বনিক, ডাঃ প্রদীপ মল্লিক, ডাঃ স্যামুয়েল দেববর্মা, ডাঃ বিশ্বজিত দেবনাথ, ডাঃ সঞ্জিত ত্রিপুরা, ডাঃ সৌমিক চক্রবর্তী, ডাঃ সুরজিত পাল এবং ডাঃ অভিষেক বর্মণ সহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা। গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

আদর্শ পঞ্চায়েতের স্বীকৃতির পরও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত হারেরখলায়, দাবি পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই: দুর্গাচৌমুহনী আরডি ব্লকের অধীন হারের খোলা গ্রাম পঞ্চায়েত আদর্শ পঞ্চায়েতের স্বীকৃতি পাওয়ার পরও জনস্বার্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ অব্যাহত রেখেছে বলে দাবি করেছে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান সঞ্জিত দাস এবং অন্যান্য সদস্যরা একথা জানিয়ে বলেন, গত কয়েক বছরে এলাকায় একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, এক সময় হারেরখলা এলাকায় উন্নয়নের তেমন ছোঁয়া ছিল না। তবে ২০১৮ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বাড়ে।

পঞ্চায়েত সূত্রে জানানো হয়েছে, গত কয়েক বছরে বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানীয় জলের ব্যবস্থা, সিসি (ঢালাই) রাস্তা, ইট সলিং রাস্তা নির্মাণ, দলমত নির্বিশেষে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় সরকারি ঘর প্রদান এবং ভিভিআইকের মাধ্যমে উপভোক্তাদের জমি পরিষ্কার করে রাবার চাষের সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় ইতিমধ্যে ৮০ জন উপভোক্তার জন্য ঘর বরাদ্দ হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই সেগুলির বণ্টন প্রক্রিয়া শুরু হবে বলেও জানানো হয়েছে।

হারের খোলা পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান সঞ্জিত দাস বলেন, জনগণের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়েই উন্নয়নের কাজ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এলাকার সার্বিক উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের দাবি, উন্নয়নের নিরিখে হারের খোলা পঞ্চায়েত বর্তমানে এলাকার অন্যান্য পঞ্চায়েতের তুলনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

নন্দন নিলেকানির নেতৃত্বে

● প্রথম পাতার পর

খাদ্য ও ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা প্রহ্লাদ যোশী, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী বিক্ষোভের জেরে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর শিক্ষামন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়ম ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে জবাবদিহির দাবিতে দেশজুড়ে চলা ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শিক্ষামন্ত্রক তীব্র জনমত ও রাজনৈতিক চাপের মুখে রয়েছে।

ঊনকোটি জেলাভিত্তিক গুরু পূর্ণিমা-২০২৬ উপলক্ষে গুরু সংবর্ধণা অনুষ্ঠান আগামী ৩০ জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই: ঊনকোটি জেলাভিত্তিক গুরু পূর্ণিমা-২০২৬ উপলক্ষে গুরু সংবর্ধণা অনুষ্ঠান আগামী ৩০ জুলাই ফটিকরায়ে নজরুল কলাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। ফটিকরায় গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে প্রধান সুমিতা দত্ত করের সভাপতিত্বে আজ এক প্রস্তুতি সভা থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নীলকান্ত সিনহা, ফটিকরায় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান রাজীব দত্ত, রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রীতম বিশ্বাস, ঊনকোটি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ-অধিকর্তা অজয় দে ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বগণ।

গুরু পূর্ণিমার সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে নৃত্য, সংগীত, নাট্যচর্চা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য জেলার চারটি ব্লক ও দু'টি পুর এলাকা থেকে একজন করে মোট ছয় জন গুরুকে সংবর্ধণা দেওয়া হবে। এছাড়া অনুষ্ঠানে আলোচনাচক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। সমগ্র অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাসকে চেয়ারম্যান করে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বক্সনগরে তিপ্রা মথা ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান ২৯ পরিবারের, মেগা যোগদান সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৬ জুলাই: কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে সিপাহিজলা জেলার বক্সনগর বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ২০ নম্বর বক্সনগর বিধানসভার অন্তর্গত ধনীরামপুর ভিলেজের ৩৫ নম্বর বুথের কমিউনিটি হলে আয়োজিত এক মেগা যোগদান সভায় তিপ্রা মথা ছেড়ে ২৯টি পরিবারের প্রায় ৭৫ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বক্সনগরের বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন, বক্সনগর মণ্ডল সভাপতি অনিল চন্দ্র দাস, সিপাহিজলা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ও বক্সনগর মণ্ডলের প্রভারি শুভঙ্কর সরকার, বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন স্বপ্না নম, বক্সনগর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক খুরশেদ আলম-সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এদিন মঙ্গল দেববর্মার নেতৃত্বে নবাগতরা বিজেপিতে যোগদান করেন। উপস্থিত নেতৃত্ব তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে স্বাগত জানান।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সেই উন্নয়নের ধারায় সামিল হওয়ার লক্ষ্যেই সাধারণ মানুষ সর্বভারতীয় দল বিজেপির প্রতি আস্থা প্রকাশ করছেন।

তিনি আরও বলেন, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিজেপির সঙ্গে থাকা গুরুত্বপূর্ণ। যোগদানকারী নতুন সদস্যদের তিনি দলীয় আদর্শ মেনে মানুষের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান।

বিলোনিয়ায় মহকুমা প্রশাসনের অভিযানে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী, জরিমানা ও নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ জুলাই: বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে রবিবার মহকুমার বিভিন্ন বাজারে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী, নিষিদ্ধ পলিব্যাগ এবং অবৈধভাবে মজুত রাখা ডিজেল উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযানে একাধিক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে জরিমানা এবং নোটিশ জারি করা হয়।

রবিবার সকালে বিলোনিয়া পুর পরিষদ এলাকার বিভিন্ন দোকানের পাশাপাশি রাজনগরের বড়পাথরী এবং ঋষ্যমুখ বিধানসভা এলাকার সোনাইছড়ি বাজারের বিভিন্ন দোকানে এই অভিযান পরিচালিত হয়। তল্লাশিতে বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী উদ্ধার হয়। পরে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের দিয়ে সেগুলি নষ্ট করানো হয়।

উদ্ধার হওয়া মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ছিল চিপস, কোল্ড ড্রিংকস, বিভিন্ন বেকারি পণ্য, ঘি, মধু-সহ অন্যান্য খাদ্যপণ্য।

অভিযানে বিভিন্ন দোকান থেকে প্রায় ৪৫ কেজি নিষিদ্ধ পলিব্যাগ উদ্ধার করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের পরিবেশবান্ধব ও পচনশীল বিকল্প ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাঁদের হাতে বিকল্প ব্যাগও তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া, একটি দোকান থেকে ২৫ লিটার অবৈধভাবে মজুত রাখা ডিজেল উদ্ধার করা হয়। অভিযানে মোট ১২ জন ব্যবসায়ীকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে মোট ৩,০০০ জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন বিলোনিয়ার ডিসিএম সঞ্জয় শীল। তাঁর সঙ্গে মহকুমা প্রশাসনের কর্মী এবং পুলিশ প্রশাসনের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। ডিসিএম সঞ্জয় শীল জানান, জনস্বার্থে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করতে ক্রেতা ও বিক্রেতাউভয়কেই আরও সচেতন হতে হবে এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প ক্যারিব্যাগ ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে হবে।

তীর্থমুখে ঝর্ণায় স্নান

● প্রথম পাতার পর

করেন। দীর্ঘক্ষণ অনুসন্ধানের পর জলাশয় থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

পরে মৃতদেহটি উদ্ধার করে আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে এটি জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা বলে মনে করা হলেও, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দির

● প্রথম পাতার পর

অসুস্থ হয়েছিলেন কি না, হলে তাঁকে সময়মতো চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল কি না, সংশোধনাগারের ভেতরে কী ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে তিনি ছিলেন এবং ঘটনাটির আগে কোনো অস্বাভাবিকতা ঘটেছিল কি না। এসব প্রশ্নের নিরপেক্ষ উত্তর পাওয়ার স্বার্থে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানিয়েছে পরিবার। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় নানা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের একাংশও ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়ে বলেন, বিচারাধীন অবস্থায় কোনো বন্দির মৃত্যু হলে তা অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। ফলে ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া জরুরি।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, মৃত্যুর পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বিস্তারিত বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি।

মানবাধিকার কর্মীদের মতে, বিচারাধীন বন্দিদের জীবন ও নিরাপত্তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তায়। তাই এমন ঘটনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ তদন্তের পাশাপাশি প্রয়োজন হলে দায়িত্ব নির্ধারণ করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে, প্রণব পালের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবারের সদস্যরা ঘটনার প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। তদন্তের অগ্রগতি ও ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকেই এখন নজর রয়েছে সকলের।

ত্রিপুরা ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঃ রাজীব

● প্রথম পাতার পর

এবং যুবসমাজের অগ্রগতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তাও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সাংসদ আরও বলেন, এবারের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী জনজাতীয় বাদ্যযন্ত্র 'চৌংপ্রেং'-এর সংরক্ষণ ও প্রসারের বিষয়টি গোটা দেশের সামনে তুলে ধরেছেন। এর মাধ্যমে ত্রিপুরার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য জাতীয় স্তরে নতুন করে পরিচিতি লাভ করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। এজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। এছাড়াও এদিন প্রধানমন্ত্রীর নিজ বক্তব্যে, ভোকাল ফর লোকাল এবং খাদি কাপড় ব্যবহারের প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বলে জানিয়েছেন সাংসদ।

৫০ লাখ টাকার গাঁজা উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি মাদকবিরোধী অভিযানে সাধারণ মানুষের সহযোগিতাও অত্যন্ত প্রয়োজন।'

আনন্দের ও গর্বের

● প্রথম পাতার পর

এই পর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের নানা প্রান্তের অনুপ্রেরণাদায়ী নতুন উদ্যোগ, ক্রীড়াক্ষেত্রে ও অলিম্পিয়াডে দেশের একাধিক সাফল্যের খতিয়ান ও কারুশিল্পে সাধারণ মানুষের অসাধারণ অবদানের কথা তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর মন কি বাত অনুষ্ঠানে ফের একবার ত্রিপুরার নাম নিয়েছেন। যা আমাদের জন্য খুবই আনন্দের ও গর্বের। ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র 'চৌংপ্রেং' এর সংরক্ষণ ও প্রসারে সূরজ কুমার দেববর্মার অনন্য উদ্যোগের বিশেষ উল্লেখ করেছেন। কিছুদিন আগে আমিও নিজে তাঁর বাদ্যযন্ত্র দেখে খুবই খুশি হয়েছিলাম এবং নিজ হাতে তাঁকে রিসা পরিয়ে সম্মানিত করেছিলাম। আমি ভাবতে পারিনি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়টি মন কি বাত অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করবেন। আজ প্রধানমন্ত্রীর কাছে সম্মান পেলেন শ্রী দেববর্মা। মনে হয়েছে এই এই সম্মান তিনি একা পাননি, সারা ত্রিপুরার জাতি জনজাতি সকল অংশের মানুষ এই সম্মান পেয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অনন্য নিদর্শন এই তিন তারবিশিষ্ট বাঁশের বাদ্যযন্ত্রটি ত্রিপুরার জনজাতি সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এর সুমধুর সুর সরোদের সুরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সময়ের সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা কিছুটা কমে গেলেও সূরজ কুমার দেববর্মার নিরলস প্রচেষ্টায় আজ 'চৌংপ্রেং' আবারও নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিতি ও মর্যাদা ফিরে পাচ্ছে।

ত্রিপুরার এই গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জাতীয় মঞ্চে তুলে ধরার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি রাজ্যের মানুষের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি যে মাসের শেষ রবিবার কবে আসবে এবং প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শুনতে পাবো। আগে রামায়ণ মহাভারত দেখার জন্য মানুষ অপেক্ষায় থাকতেন। আর এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনার জন্য সবাই উদগ্রীব হয়ে থাকেন। কারণ এটা কোন পার্টির প্রোগ্রাম নয়। সমস্ত জায়গায় সকল অংশের মানুষ এটা শুনেন। অথচ প্রথম যখন মন কি বাত অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল তখন বিরোধী দলের অনেক নেতৃত্ব বিদ্রূপ করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই কার্যক্রমকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। মানুষ এখন বুঝেন যে কোনটা ভাল কোনটা খারাপ। কিছুদিন আগে এই মন কি বাত নিয়ে নেতিবাচক কথা বলেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছিলেন - মন কি বাত - এটা আবার কি, কে শুনে? তখন আমি বলেছিলাম যে আপনি আসুন, পরবর্তী মন কি বাত অনুষ্ঠানে আমি আপনাকে নিয়ে যাবো এবং সারা ভারতবর্ষের মানুষ কীভাবে এটা শুনেন। তাদের কাজই হচ্ছে নেতিবাচক প্রচার করা।

ডাঃ সাহা বলেন, আগে এই প্রতাপগড়ে একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি ছিল। আমি আজ মেম্বারশিপ ড্রাইভের জন্য এখানে এসেছি। আর এখন একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়েছে এই জায়গায়। আগে এখানে কত লোক খুন হয়েছেন, কত লোকের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ হয়েছে - তার কোন হিসেব নেই।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যুবদের প্রতি একটা অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। আগামীদিনে এই যুবরাই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তাই তাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সবসময় একটা আশা আকাঙ্খা রয়েছে। সারা পৃথিবীর মধ্যে কোন রাষ্ট্র প্রধান এভাবে মন কি বাত কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেন এমন নজির নেই। যেটা আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি করছেন। তিনি পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের চাপমুক্ত রাখতে পরীক্ষা পে চর্চা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। অথচ বিরোধীরা এখন সেই ছাত্রছাত্রীদের উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আজকের কার্যক্রমে প্লাস্টিক বর্জনের বিষয়টিও উত্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আমরাও সেই দিশায় কাজ করছি। কিছুদিন আগে আমি এই বিষয়টি নিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলেছি। কারণ এই প্লাস্টিকের কারণে ক্যান্সার সহ নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। আর আমাদের বর্তমান সরকার চা শিল্পের উন্নয়নেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।

ত্রিপুরা-মিজোরম সীমান্ত সমস্যা

● প্রথম পাতার পর

বৈঠকে সীমান্ত নির্ধারণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, প্রশাসনিক সমন্বয়, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের দৈনন্দিন সমস্যা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রশাসনিক সমন্বয় আরও জোরদার করা এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হবে।

প্রশাসনিক মহলের মতে, এই বৈঠক ত্রিপুরা ও মিজোরামের মধ্যে সীমান্ত-সংক্রান্ত সমস্যার সৌহার্দ্যপূর্ণ ও পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য সমাধানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের এই সমস্যার স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ সুগম হবে বলেও আশা প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও, এই উদ্যোগের মাধ্যমে দুই রাজ্যের পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্প্রীতি ও প্রশাসনিক সমন্বয় আরও সুদৃঢ় হবে এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত।

জঙ্গলের ছড়া থেকে পচাগলা

● প্রথম পাতার পর

বাসিন্দা জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জঙ্গলে গিয়ে ছড়ার জলে একটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। এরপরই বিষয়টি খোয়াই থানায় জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। জানা গেছে, গত ২৩ জুলাই বাদল সাঁওতাল বাড়ি থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে জঙ্গলে গিয়েছিলেন। এরপর তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনও সন্ধান পাননি।

জঙ্গলের ছড়ায় দীর্ঘ সময় পড়ে থাকার কারণে মৃতদেহের বেশ কিছু অংশ পচে গেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের খুশিতে

● আটের পাতার পর

ছাত্রসমাজ বা ছাত্রদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করবে, তখনই দেশজুড়ে এবং রাজ্যজুড়ে আরও বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।'

উল্লেখ্য, ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের বিষয়ে এসএফআই এই দাবি করলেও, এ বিষয়ে সরকারি বা স্বাধীনভাবে নিশ্চিত তথ্য এই প্রতিবেদনের সময় পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

ক্রীড়াঙ্গন

‘বি’ ডিভিশন ফুটবল : ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক নবোদয় সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। জয়ের হ্যাটট্রিক নবোদয় সংঘের। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী সোনার তরী ‘বি’ ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে জয়ের ধারা বজায় রাখল নবোদয় সংঘ। আজ, রবিবার সন্ধ্যায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইটের আলোয় অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ১৮তম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন এবং নবোদয় সংঘ। ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা গেলেও শেষ পর্যন্ত ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে ২-০ গোলের ব্যবধানে পরাস্ত করে পুরো ৩ পয়েন্ট ছিনিয়ে নেয় নবোদয় সংঘ। দলের হয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করে জোড়া গোল উপহার দেন রবার্ট হালাম। ম্যাচের প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে (৪৫+১ মিনিটে) দুরন্ত এক গোলে দলকে এগিয়ে দেন রবার্ট। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের ৭৭ মিনিটে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোলটি করে নবোদয়ের জয় সুনিশ্চিত করেন তিনি। পুরো ম্যাচটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন রেফারি বিপ্লব সিংহ, খোকন সাহা, বিশ্বজিৎ নাথ ও টিংকু দে।

লিগে দুই দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নবোদয় সংঘের জন্য এটি চতুর্থ ম্যাচ হলেও ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের জন্য ছিল পঞ্চম ম্যাচ। এই জয়ের ফলে ৪ ম্যাচে নবোদয়ের ঝুলিতে এল গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, যারা টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে সরোজ সংঘের কাছে ০-৫ গোলে হারের ধাক্কা সামলে উঠে পরপর ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল (২-১) ও মৌচাক ক্লাবকে (৩-১) হারিয়ে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, টুর্নামেন্টে বেশ চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। প্রথম ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘের কাছে ২-৪ ব্যবধানে হারার পর দ্বিতীয় ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাবকে ২-০ গোলে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল তারা। কিন্তু পরবর্তী ম্যাচগুলোতে বিবেকানন্দ ক্লাবের কাছে ১-৪ গোলে হার এবং পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করার পর, আজকের ম্যাচে নবোদয়ের কাছে হেরে আবার ব্যাকফুটে চলে গেল দলটি।

সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবলে আজ মুখোমুখি ত্রিবেণী-মৌচাক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত মর্যাদাপূর্ণ ’’সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্ট’’-এর ১৭তম ম্যাচটি ড্র-তে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। আজ রবিবার বিকেলে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই রোমাঞ্চকর ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল এবং পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। নির্ধারিত সময় শেষে ম্যাচটি ১-১ গোলে সমতায় শেষ হওয়ায় উভয় দলই ১ পয়েন্ট করে ভাগাভাগি করে নেয়। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময় অর্থাৎ ৪৫+৩ মিনিটে রেফ্রু ছাই মগের দুর্দান্ত গোলে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল প্রথমে এগিয়ে যায়। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৬০ মিনিটের মাথায় পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের হয়ে অনিকেত জমাতিয়া গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনেন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই ম্যাচে ২৭ মিনিটে স্পোর্টস স্কুলের বিনোদ কুমার রিয়াং এবং ৭৭ মিনিটে পুলিশ রিক্রিয়েশনের পাইথক দেববর্মাকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। ম্যাচটি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন মূল রেফারি রক্তিম সাহা এবং তাঁর সহকারী সত্যজিৎ দেবরায়, টিংকু দে ও বিপ্লব সিংহ। চলতি টুর্নামেন্টে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে নেমে দুই দলের কারোরই অধরা জয়ের সন্ধান মিলল না। চার ম্যাচ খেলে এটি ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের দ্বিতীয় ড্র। এর আগে প্রথম ম্যাচে মৌচাক ক্লাবের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করলেও পরবর্তী দুটি ম্যাচে যথাক্রমে নবোদয় সংঘের কাছে ১-২ এবং সরোজ সংঘের কাছে ০-১ গোলে হেরে পয়েন্ট হারিয়েছিল তারা। অন্যদিকে, টুর্নামেন্টে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের ড্রয়ের ধারা অব্যাহত রইল। নিজেদের খেলা চার ম্যাচের চারটিতেই পয়েন্ট ভাগাভাগি করল তারা; প্রথম ম্যাচে বিবেকানন্দ ক্লাবের সঙ্গে ৩-৩, দ্বিতীয় ম্যাচে মৌচাক ক্লাবের সঙ্গে গোলশূন্য এবং তৃতীয় ম্যাচে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করার পর আজ আবারও একই ফলাফলে মাঠ ছাড়তে হলো তাদের।

ফুটবল : ৪র্থ ম্যাচেও ড্র-এর ফাঁড়া কাটেনি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের

বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর প্রথম বার প্রকাশ্যে মেসি, অধিনায়কের অবসর নিয়ে জল্পনা উস্কে দিলেন আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার পারেদেস

স্পেনের কাছে হারের পর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি লিয়োনেল মেসিকে। বিশ্বকাপ ফাইনালের এক সপ্তাহ পর প্রকাশ্যে এলেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। রোসারিয়োয় বাড়ির কাছেই দেখতে পাওয়া গিয়েছে লিয়োকে। একই দিনে মেসির অবসর নিয়ে নতুন জল্পনা উস্কে দিয়েছেন তাঁরই জাতীয় দলের সতীর্থ লিয়োনার্দো পারেদেস।

ইন্টার মিয়ামির প্রাকমরসুম প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দেওয়ার আগে বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন মেসি। আটটি গোল করে এবং চারটি গোল করিয়েও আর্জেন্টিনার বিশ্বখেতাব ধরে রাখতে পারেননি মেসি। বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের ধাক্কা সামলানোর চেষ্টা করছেন। তাঁকে বাড়ির বাইরে এর মধ্যে দেখাও যায়নি। অবশেষে বিশ্বকাপ ফাইনালের ছ’দিন পর প্রকাশ্যে দেখা গেল মেসিকে।

মেসির দেখা পাওয়া গিয়েছে ফুটবল মাঠেই। তবে খেলোয়াড় হিসাবে নয়। শনিবার বাড়ির কাছেই একটি স্টেডিয়ামে স্থানীয় ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন মেসি। হুডিতে মাথা ঢেকে বসেছিলেন গ্যালারির বিশেষ অংশে। সঙ্গে ছিল টুপিও। যাতে কেউ সহজে তাঁর উপস্থিতি বুঝতে না পারে। নির্বিঘ্নে লিয়োনেস এফসির খেলা দেখেন মেসি। যদিও মেসিকে চিনতে ভুল করেননি দর্শকেরা। মেসি খেলা দেখতে এসেছেন জানতে পারার পরই তাঁর নাম ধরে চিৎকার শুরু করেন তাঁরা। মেসিও হাসি মুখে তাঁদের প্রত্যুত্তর দেন। মেসির খেলা দেখতে যাওয়ার ছবি, ভিডিয়ো প্রকাশিত হয়েছে রোসারিয়োর সংবাদমাধ্যমে। একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ছেলেকে নিয়ে হেঁটে বাড়ির কাছের স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে গিয়েছিলেন মেসি। লিয়োনেস এফসির সঙ্গে মেসি এবং তাঁর পরিবার যুক্ত। ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্লাবটির চেয়ারম্যান আর্জেন্টিনার অধিনায়কের ভাই মাতিয়াস মেসি। এখন ক্লাবটি আর্জেন্টিনার চতুর্থ ডিভিশনে খেলে। ক্লাব পরিচালনায় মেসিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শনিবারই এক সাক্ষাৎকারে মেসির অবসর নিয়ে নতুন করে জল্পনা উস্কে দিয়েছেন আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার পারেদেস। তাঁর ধারণা, বিশ্বকাপ ফাইনালেই আর্জেন্টিনার হয়ে শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন মেসি। অধিনায়কের অবসরের সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না পারেদেস। তিনি বলেছেন, ‘‘আমার মনে হয় মেসি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। সম্ভবত জাতীয় দলের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছে। আশা করব, এটা সত্যি হবে না। জাতীয় দলের হয়ে আরও কিছু ম্যাচ খেলতে পারব মেসির সঙ্গে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তো একান্ত ভাবেই ওর। মেসি যেটায় খুশি হয়, আমরাও তাতে খুশি হই। মেসিকে ছাড়া আমরা কিছু বুঝি না। আশা করব, আরও কিছু দিন ওকে আমাদের পাশে পাব।’’মেসি সত্যিই আর আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে মাঠে না নামলে, একটা আক্ষেপ থেকে যাবে পারদেসের। তিনি বলেছেন, “এটা খুবই কষ্টের। আমরা গোটা বিশ্বকাপেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলাম, শেষ ম্যাচটা যাতে না আসে। আমরা কেউ শেষ ম্যাচ নিয়ে ভাবতেই চাইনি। মেসির মতো ফুটবলারের বিদায়টা এ ভাবে হতে পারে না।” বিশ্বকাপ ফাইনালের পর লিয়োনেস স্কালোনির দলের সঙ্গে আর্জেন্টিনায় ফেরেননি মেসি। আমেরিকায় থেকে গিয়েছিলেন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। দু’দিন পর একা দেশে ফেরেন। ভিড় এড়াতে তাঁর দেশে ফেরার খবর গোপন রাখা হয়েছিল।

পাকিস্তানকে হকিতে ৭ গোলের মালা পরাল ভারত! নিয়ম ভেঙে বেশি খেলোয়াড় নামিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল পাক দলের

ভুল করায় শাস্তি পেল পাকিস্তান হকি দল। আর তার খেসারত তাদেরই দিতে হল। নিয়ম ভেঙে বেশি খেলোয়াড় নামিয়ে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারল তারা। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানকে ৭ গোলের মালা পরাল ভারত।

ওমানে হকির একটি ফাইভ-এ-সাইড (প্রতি দলে পাঁচ জন খেলোয়াড়) আন্তর্জাতিক ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান। খেলা শুরু হওয়ার পরেই রেফারি দেখেন, পাঁচ জনের বদলে ছ’জন খেলোয়াড় নামিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। অর্থাৎ, নিয়ম ভেঙেছে তারা। সঙ্গে সঙ্গে রেফারি পদক্ষেপ করেন। প্রথমে এক অতিরিক্ত খেলোয়াড়কে তুলে নিতে হয়। তার পর পাকিস্তানের দুই খেলোয়াড়কে বার করে দেন তিনি। ফলে তিন জন খেলোয়াড় নিয়ে বাকি ম্যাচ খেলতে হয় তাদের। দু’জন বেশি খেলোয়াড় থাকার সুবিধা নেয় ভারত। ৭-৩ গোলে পাকিস্তানকে হারায় তারা। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ পাকিস্তান হকি সংস্থা। সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, দলের কাছে জবাবদিহি করেছে তারা। দলের প্রধান কোচ তাহির জমান, সহকারী কোচ রেহান বাট, কামার ইব্রাহিম ও উমর ভুট্টর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, কী ভাবে এত বড় ভুল হল। জানা গিয়েছে, প্রাথমিক ভাবে দল বোর্ডকে জানিয়েছে, যোগাযোগের সমস্যার কারণে এই ভুল হয়েছে। যদিও পাকিস্তান এই ঘটনা এই প্রথম ঘটায়নি। ২০২২ সালের হকি এশিয়া কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে জাপানের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকে শেষ মুহূর্তে গোল করে পাকিস্তান। কিন্তু সেই গোল বাতিল করা হয়। কারণ, রেফারি দেখেন, ১১ জনের বদলে পাকিস্তানের ১২ জন খেলোয়াড় খেলছেন। সেই হারের ফলে সে বার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি পাকিস্তান। তার পরেও সেই একই ঘটনা ঘটাল তারা।

অক্টোবরে কলকাতায় হতে পারে ব্রাজিলের ম্যাচ

বিশ্বকাপের পর ফিফার প্রথম আন্তর্জাতিক বিরতিতে প্রীতি ম্যাচের সূচি চূড়ান্ত করেছে ব্রাজিল। আগামী সেপ্টেম্বরের শেষে এবং অক্টোবরের শুরুতে তিনটি ম্যাচ খেলবে সেলেসাওরা। এর মাঝে ভারতে তাদের একটা ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলছে।

ইএসপিএন ব্রাজিল তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, দুটি প্রীতি ম্যাচ ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত করেছে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। ২৫ ও ২৯ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে টাউলভিল ও ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার সাথে খেলবে কার্লো আনচেলত্তির দল।

অন্য প্রীতি ম্যাচটি হতে পারে ভারতে, অক্টোবরের শুরুর দিকে। দুই পক্ষের আলোচনা সফল হলে, ম্যাচটি হতে পারে কলকাতায়। অবশ্য এই ম্যাচে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ কে হতে পারে, তা চূড়ান্ত হয়নি এখনও।

সিবিএফ ও আয়োজকদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছিল বিশ্বকাপ চলাকালীন সময়ে এই অঞ্চলে ব্রাজিল সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি, প্রতিযোগিতা জুড়ে ব্রাজিলের জার্সি পরা সমর্থকদের ছবি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার কারণে।

ইএসপিএন জানিয়েছে, ব্রাজিলের ম্যাচ আয়োজনে আগ্রহ দেখিয়েছিল বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর ও কাতারও; কিন্তু আলোচনা কেবল এগিয়েছে ভারতের সাথে। গণমাধ্যমটি আরও জানিয়েছে, দুই পক্ষ আনুষ্ঠানিক চুক্তির পথেই আছে। এ মুহূর্তে ছোটখাট কিছু বিষয় নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছানো বাকি।

সিবিএফ-এর কাছ থেকে ইএসপিএন নিশ্চিত হতে পেরেছে, ২০২৭ সালে সংস্থাটির সাজায়, তারা কিন্তু ব্রুনো ফার্নান্দেজ বা রাফায়েল লিয়াওয়ের ছবি দেখিয়ে সম্প্রচার বিক্রি করে না। তারা বিক্রি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ১০০ কোটি অনুসারী থাকা এক মহামানবকে। যাঁর ইউটিউব চ্যানেল ‘ইউআর ক্রিস্টিয়ানো’ চালু হওয়ার মাত্র ৯০ মিনিটেই ১০ লাখ সাবস্ক্রাইবার পেরিয়ে গিয়েছিল!

দুই দশক ধরে পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশনের (এফপিএফ) প্রতিটি স্পনসরশিপ, প্রতিটি বাণিজ্যিক চুক্তি আর মিডিয়া স্বত্বের নথিতে অদৃশ্য পাতায় একটা না-লেখা সই থাকত। দানিয়েল সার ভাষায়, ‘তিনিই সেই একক সত্তা, যাঁর নাম ভাঙিয়ে ২০ বছর ধরে ফেডারেশন পর্বতপ্রমাণ চুক্তি আর কোটি কোটি ডলার পকেটে পুরেছে।’

দানিয়েল সা একটা ভয়াবহ রূপকও ব্যবহার করেছেন‘দ্রুতগামী এস্কেলেটর থেকে নিচে পড়ে যাওয়া।’ তাঁর কথায়, ‘ক্রিস্টিয়ানো চলে গেলে কী পরিমাণ আন্তর্জাতিক আলো আর বিশ্বজোড়া মনোযোগ মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে যাবে, সেটা মানুষ এখনো ধারণাই করতে পারছে না। এটা কোনো ধীরগতির পতন নয়, এটা হবে দ্রুতবেগে নিচে নেমে আসার মতো।’

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো আধুনিক ফুটবলের প্রথম বিলিয়নিয়ার। ফোর্বসের হিসাবে, তাঁর বর্তমান সম্পদ প্রায় ১২০ কোটি ডলার। ক্যারিয়ারে আয় ছুঁয়েছে ২০০ কোটি ডলারের মাইলফলক। নাইকির সঙ্গে তাঁর আজীবনের চুক্তিই প্রায় ১০০ কোটি ডলারের। আল নাসরের চুক্তি আর বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন মিলিয়ে বছরে যা আয় করেন, তা অনেক দেশের ফুটবল বাজেটের চেয়েও বড়।

কিন্তু প্রশ্নটা রোনালদোর সম্পদ নিয়ে নয়। প্রশ্ন হলো, তাঁর এই ভাবমূর্তি যেভাবে পর্তুগাল ফুটবলকে টেনে তুলে রেখেছিল, সেই ছাতাটা সরে গেলে পর্তুগিজ ফুটবল কতটা অরক্ষিত হয়ে পড়বে?

পর্তুগাল দলে মেধার অভাব অবশ্য নেই। জোয়াও নেভেস, ভিতিনিয়া, পেদ্রো নেতো কিংবা দিয়োগো কস্তাইউরোপের সেরা ক্লাবগুলোতে দাপিয়ে বেড়ানো একেকজন রত্ন। মাঠের নৈপুণ্যের দিক থেকে পর্তুগালের আগামী দিনগুলো সামলে নেওয়া হয়তো খুব কঠিন হবে না।

কিন্তু স্পনসরশিপের হিসাবের খাতায় যে শূন্যতা তৈরি হবে, তা পূরণ করার সাধ্য কার আছে?

কোনো বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড যখন পর্তুগালের জার্সিতে টাকা ঢালে, তারা মূলত সিআর সেভেনের বিশাল সাম্রাজ্যে ঢোকার টিকিট কেনে। রোনালদোকে এই সমীকরণ থেকে বাদ দিলে পর্তুগাল মানে ইউরোপের এক প্রতিভাবান দল, যারা হয়তো নিয়মিত ম্যাচ জিতবে, কিন্তু একক শক্তিতে রাতারাতি বিশ্ববাণিজ্য তোলপাড় করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না।

সবচেয়ে কঠিন সত্যটা অবশ্য লুকিয়ে আছে একেবারে আড়ালে। রোনালদোর যে বিশাল বিশ্বজোড়া ভক্তগোষ্ঠী, তাদের সিংহভাগ পর্তুগালকে ভালোবাসে না, তারা ভালোবাসে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে।

রোনালদো যখন হেঁটে বেরিয়ে যাবেন, সেই কোটি কোটি অনুরাগীও সম্ভবত পর্তুগালের পতাকা তুলে রেখে অন্ধকারেই মিলিয়ে যাবে। আলো যখন নিভে যায়, তখন কি ছায়াও আর নিজের থাকে?

রোনালদো চলে গেলে মাঠের চেয়ে মাঠের বাইরেই ক্ষতি বেশি পর্তুগালের

জোড়া সিরিজে চুনকামের পর প্রথম জয়! জিম্বাবোয়েকে হারিয়ে শ্রেয়স থাকতে চান বর্তমানে, একই কথা ম্যাচের সেরা ঈশানের মুখেও

বর্তমানে বাঁচতে চাইছেন শ্রেয়স আয়ার। বর্তমানে বাঁচতে চাইছেন ঈশান কিশনও। অবশেষে অধিনায়ক হিসাবে প্রথম সিরিজ জিতেছেন শ্রেয়স। জিম্বাবোয়েকে হারানোর পর অতীত মনে রাখতে চাইছেন না তিনি। আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের কাছে চুনকাম হয়ে হারের খারাপ স্মৃতি ভুলে যেতে চাইছেন ভারত অধিনায়ক।

জিম্বাবোয়েকে হারিয়ে শ্রেয়স জানান, এই জয়ের গুরুত্ব তাঁর কাছে কতটা। শ্রেয়স বলেন, “খুব আনন্দ হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত জিতলাম। দাপট দেখিয়ে জিতলাম। দলের সকলকে ধন্যবাদ।’’ তার পরেই ভারত অধিনায়ক বলেন, ‘‘বর্তমানে বাঁচতে চাই। অতীতের কথা মনে রাখতে চাইছি না। এ বার সামনের দিকে তাকাব।’’দলের ব্যাটার, বোলার, প্রত্যেককে ধন্যবাদ দিয়েছেন শ্রেয়স। তিনি বলেন, ‘‘যে ভাবে ঈশান ও তিলক খেলেছে তা অসাধারণ। এই পিচে ১৮০-২০০ রান অনেক। কিন্তু আমরা ২১৯ রান করেছি। সেটা এই দু’জনের কৃতিত্ব। এই মানসিকতাটাই দেখতে চেয়েছি। বোলারেরাও নিজেদের কাজ করেছে।” ম্যাচের সেরা ঈশানের মতে, অতীতের ব্যর্থতা ভুলে এ বার সামনের দিকে তাকাতে চান তাঁরা। তিনি বলেন, “অতীতে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এই জয়টা দরকার ছিল। এ বার সামনের দিকে তাকাব। আরও ভাল ক্রিকেট খেলতে চাই।” এই পিচে ব্যাট করা সহজ ছিল না। কিন্তু সেখানেই ২১৯ রান করেছে ভারত। ঈশান বলেন, ‘‘পিচে অসমান বাউন্স ছিল। ফলে কয়েকটা বল লাফাচ্ছিল। সেটা সামলাতে হয়েছে। জানতাম, জুটি বাঁধতে পারলে রান হবে। সেটা করারই চেষ্টা করেছি।” রবিবার সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলবে ভারত। তিনটি ম্যাচ জিতে সিরিজ চুনকাম করে ফিরতে চাইবেন শ্রেয়স, ঈশানেরা। তারই পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা।

কমনওয়েলথ গেমসে পদকজয়ের অন্যতম দাবিদার ছিলেন, ডোপ বিতর্কে বাদ পড়লেন সেই অ্যাথলিট

কমনওয়েলথ গেমসে ফের ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে। আবার ডোপিং বিতর্ক। ফের নাম তুলতে বাধ্য হলেন ভারতের আর এক জুডোকা তুলিকা মান। স্লোপিং নিয়ম লঙ্ঘন করার কারণে ভারতের এই মহিলা অ্যাথলিট বাদ পড়লেন গ্লাসগো কমনওয়েলথের জন্য ঘোষিত ভারতীয় জুডো দল থেকে। তুলিকা এবারের কমনওয়েলথে পদকজয়ের অন্যতম দাবিদার ছিলেন। জানা গিয়েছে, ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি তাঁকে নোটিস পাঠিয়েছিল। তারপরই তাঁর নাম প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নাডা সূত্রে খবর, গত ১২ মাসে তুলিকা তিনবার নিজের অবস্থান জানাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারপরই তুলিকাকে নোটিস পাঠায় নাডা।

ইতিহাসে অনাহত সিংহ! প্রথম ভারতীয় হিসাবে স্কোয়াশে জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দিল্লির মেয়ে, ফাইনালে একতরফা জয়

ইতিহাস গড়লেন অনাহত সিংহ। ভারতের প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে স্কোয়াশে বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হলেন অনাহত। কানাডার ওন্টারিয়োয় আয়োজিত বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মিশরের রুকাইয়া সালেমকে ১১-৩, ১১-৭, ১১-৯ ব্যবধানে হারিয়েছেন অনাহত। ১৬ বছর পর অমিশরীয় খেলোয়াড় হিসাবে চ্যাম্পিয়ন হলেন তিনি।

জোৎস্না চিনাপ্পার পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে ফাইনালে উঠেছিলেন অনাহত। ২০০৫ সালে চিনাপ্পা চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি। ২১ বছর পর সেই আক্ষেপ মেটাল অনাহতের র‍্যাকেটে। দিল্লির ১৮ বছরের অনাহত ফাইনালের প্রথম থেকেই ছিলেন আগ্রাসী মেজাজে। প্রথম গেমে প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতেই দেননি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গেমে দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে কিছুটা লড়াই হলেও অনাহতের দাপটই ছিল বেশি। বিশেষ করে তৃতীয় গেমে এক সময় রুকাইয়া ৮-৬ ব্যবধানে এগিয়ে যান। কিন্তু চাপের মুখে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন অনাহত। মিশরের দ্বিতীয় বাছাই প্রতিপক্ষকে আর বিশেষ সুযোগ দেননি। ভারতের দ্বিতীয় মহিলা খেলোয়াড় হিসাবে বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছিলেন অনাহত।

এই প্রতিযোগিতায় অনাহত আগেও চার বার অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু কোনও বারই প্রত্যাশিত সাফল্য পাননি। ২০২৫ সালে সেমিফাইনালে হেরে যান। বাকি তিন বার কোয়ার্টার ফাইনালের বাঁধা অতিক্রম করতে পারেননি। এ বারই ছিল বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের শেষ সুযোগ। তাতেই বাজিমাত করলেন অনাহত।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর অনাহত বলেছেন, “চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও আমার কাছে স্বপ্নের মতো লাগছে। মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি। এই প্রতিযোগিতায় কখনও ভাল ফল করতে পারিনি। প্রতিবারই সেমিফাইনাল বা কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গিয়েছি। জানতাম এ বারই আমার শেষ সুযোগ। তাই সবটা দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম।”

জাগরণ 27 July, 2026, Monday ■ আগরতলা ২৭ জুলাই, ২০২৬ ইং, ■ ১০ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

৮ টাউন বড়দোয়ালী মণ্ডল কার্যালয় স্থানান্তরের উদ্যোগ, নতুন জায়গা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার বিধানসভা কেন্দ্র ৮ নম্বর টাউন বড়দোয়ালী মণ্ডল কার্যালয় স্থানান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। বর্তমান কার্যালয়ে পর্যাপ্ত পরিসর না থাকায় দলীয় কর্মসূচি ও সাংগঠনিক বৈঠক আয়োজন করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে জানিয়েছে মণ্ডল নেতৃত্ব। বর্তমানে রাজধানীর শকুন্তলা রোড এলাকায় মণ্ডল কার্যালয় পরিচালিত হলেও, দলীয় কর্মসূচিতে কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতির তুলনায় জায়গা অপ্রতুল হওয়ায় নতুন কার্যালয়ের সন্ধান শুরু হয়। এর আগে মণ্ডল কার্যালয় পূর্ব থানার সংলগ্ন এলাকায় ছিল, পরে সেটি শকুন্তলা রোডে স্থানান্তর করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে রবিবার সম্ভাব্য নতুন কার্যালয়ের জন্য নির্ধারিত একটি ভবন পরিদর্শন

করেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা। তাঁর সঙ্গে দলের স্থানীয় নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

৮ টাউন বড়দোয়ালী মণ্ডলের সভাপতি জানান, নতুন কার্যালয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে ইতিবাচক সম্মতি পাওয়া গেছে। খুব শিগগিরই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করে মণ্ডল কার্যালয় নতুন স্থানে স্থানান্তর করা হবে। তিনি আরও জানান, নতুন কার্যালয় চালু হলে দলীয় সাংগঠনিক কার্যক্রম, বৈঠক এবং বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা আরও সহজ ও সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হবে।

ব্লু লোটাস ক্লাবের পুজো কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই ।। আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে আজ ধলেশ্বর ব্লু লোটাস ক্লাবে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দুর্গাপূজা কমিটি গঠিত হয়। ১২ জনের ক্লাব সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিটিতে সম্পাদক হলেন কাজল সূত্রধর, সভাপতি শিব শংকর সেন, কোষাধ্যক্ষ হলেন রবীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ। আজকের সভায় উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি নবেন্দু ভট্টাচার্য, সম্পাদক তপন দেব রায় সহ অন্যান্যরা।

মন কি বাতের মাধ্যমে ত্রিপুরার বিভিন্ন সাফল্যের কাহিনী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিতি লাভ করেছে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই: আজ সকালে আগরতলার বড়দোয়ালি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির "মন কি বাত" অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার শোনেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু। এ সময় তিনি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবার সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, "মন কি বাত" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবেশ সংরক্ষণ, উদ্ভাবন এবং সমাজসেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ভারতবাসীর অনুপ্রেরণাদায়ক কাহিনি সবার সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠান যুবসমাজ, কৃষক, নারী, কারুশিল্পী, উদ্যোক্তা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৃণমূল পর্যায়ের উদ্যোগ ও সাফল্যকে সামনে নিয়ে আসে, যা দেশের নাগরিকদের অনুপ্রাণিত করে। রাজ্যপাল আরও বলেন, "মন কি বাত" ত্রিপুরার জন্য একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান। কারণ রাজ্যের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একাধিকবার ত্রিপুরাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি জানান, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানীয় উদ্যোগ ও সাফল্যের কাহিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিতি লাভ করেছে। অনুষ্ঠান শেষে রাজ্যপাল ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি তাঁদের জীবনে সফল হতে শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিষ্ঠাবান হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি দেশপ্রেম, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এবং জাতি গঠনের মূল্যবোধ ধারণ করে সমাজের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার জন্যও তিনি শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর সম্পা চৌধুরী, রাজ্যপালের সচিব ইউ. কে. চাকমা, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ড. সমিত রায় চৌধুরী, স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক, বড়দোয়ালি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা।

জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা আহত ১

আগরতলা, ২৬ জুলাই: ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট-কৈলাসহর ২০৮ নম্বর জাতীয় সড়কের সোনাইমুড়ি এলাকায় শনিবার গভীর রাতে একটি গুরুতর সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। দ্রুতগতিতে আসা একটি ই-রিক্সা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি স্করপিও গাড়ির পেছনে সজোরে ধাক্কা দিলে অন্তত একজন আহত হন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে স্করপিও গাড়িটি জাতীয় সড়কের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় কৈলাশহর দিক থেকে কুমারঘাটমুখী একটি ই-রিক্সা সোনাইমুড়ি এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে ই-রিক্সাটি গিয়ে স্করপিও গাড়ির পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে।

সংঘর্ষের তীব্রতায় ই-রিক্সাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। স্করপিও গাড়িরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দুর্ঘটনায় অন্তত একজন আহত হন। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এদিকে, কুমারঘাট থানার পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ই-রিক্সার নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ভারসাম্যহীন মহিলাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, পিতা-পুত্রের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৬ জুলাই: ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের ভগবাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক মানসিক ভারসাম্যহীন, স্বামী-পরিত্যক্ত মহিলাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় একই পরিবারের বাবা ও ছেলের বিরুদ্ধে কৈলাসহর মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতার বাবা। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ভগবাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওই মহিলা বিবাহবিচ্ছেদের পর গত প্রায় দেড় বছর ধরে তাঁর সাত বছরের সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে বসবাস করছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, প্রতিবেশী ৭০ বছর বয়সি কান্ত দাস, যাকে ওই মহিলা আত্মীয়ের মতো বিশ্বাস করতেন, সেই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাঁকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একাধিকবার যৌন নির্যাতন করেন। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, কান্ত দাসের বিবাহিত ছেলে গৌতম দাস ওরফে কাজলও ওই মহিলার উপর যৌন নির্যাতন চালিয়েছেন। বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্য অভিযুক্তরা ভয়ভীতি ও হুমকি দিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

সম্প্রতি মহিলার শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। চিকিৎসা পরীক্ষায় জানা যায়, তিনি প্রায় ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

এরপরই নির্যাতিতার বাবা রবিবার কৈলাসহর মহিলা থানায় কান্ত দাস ও তাঁর ছেলে গৌতম দাসের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন হলে ডিএনএ পরীক্ষার মতো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সংগ্রহের আইনি প্রক্রিয়াও অনুসরণ করা হতে পারে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের ভিত্তিতেই ঘটনার প্রকৃত সত্য এবং অভিযুক্তদের ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

'মন কি বাত'-এ ত্রিপুরার লোকঐতিহ্যের উল্লেখে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন আগরতলার মেয়র

আগরতলা, ২৬ জুলাই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত'-এর ১৩৬তম পর্বে ত্রিপুরার বিলুপ্তপ্রায় লোকঐতিহ্য ও ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র 'চৌংপ্রেং'-এর উল্লেখকে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

রবিবার পুর নিগমের ৮ নং বুথের ৫১ নং ওয়ার্ডে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত 'মন কি বাত' শ্রবণ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মেয়র বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র 'চৌংপ্রেং' এবং এই শিল্পরূপ সংরক্ষণে শিল্পী সূরজ কুমার দেববর্মা-র অবদানের বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

মেয়র বলেন, বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব দেশের লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রগুলিকে সংরক্ষণ করা। প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা ত্রিপুরার মানুষের কাছে অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক।

তিনি আরও বলেন, 'মন কি বাত' কেবল সংস্কৃতি নয়, দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্য, অলিম্পিয়াডে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব, হস্তশিল্পের বিকাশ এবং জাতীয় উন্নয়নের নানা বিষয়ও তুলে ধরে। এছাড়াও সাম্প্রতিক জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়েও প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করেছেন।

অনুষ্ঠানে কর্পোরেটর শম্পা সেন সরকার, বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব, কর্মী-সমর্থক এবং এলাকার বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন। সকলে মনোযোগ সহকারে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শ্রবণ করেন। এদিনই ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ২৬ জন উপভোক্তার হাতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-র আওতায় নির্মিত বাড়ির চাবি তুলে দেওয়া হয়, যা অনুষ্ঠানের তাৎপর্য আরও বাড়িয়ে তোলে। মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে মানুষকে আরও উৎসাহিত করবে এবং একই সঙ্গে উন্নয়ন, ঐক্য ও জাতীয় অগ্রগতির পথে সকলকে একযোগে কাজ করার প্রেরণা জোগাবে।

কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে রাজ্যপালের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডিড নাল্লু আজ ২৭তম কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে আগরতলার লিচুবাগানে অবস্থিত অ্যালবার্ট এক্কা যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর উদ্যোগে এই গম্ভীর ও মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কার্গিল যুদ্ধে ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আত্মোৎসর্গকারী বীর সেনানীদের প্রতি জাতির চিরন্তন কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

এদিন রাজ্যপাল বীর নারীদের (বীর শহিদ সেনাদের সহধর্মিণী) সাহস, দৃঢ়তা এবং আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদের সংবর্ধনাও জানান।

অনুষ্ঠান শেষে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেডি নাল্লু বলেন, 'কার্গিল যুদ্ধে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতেই আমরা আজ এখানে একত্রিত হয়েছি।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ঊর্ধতন আধিকারিকবৃন্দ, আসাম রাইফেলস, সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ) এবং কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর (সিআরপিএফ) কর্মকর্তারা, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির অভিযোগে চাঞ্চল্য, তদন্ত ও ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই: খোয়াই জেলার উত্তর রামচন্দ্রঘাটের লালটিলা এলাকায় একটি ওষুধের দোকানের বিরুদ্ধে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অভিযোগ অনুযায়ী, কামিনীপাড়া এলাকার এক ব্যক্তি তাঁর অসুস্থ সন্তানের জন্য স্থানীয় মা কালী মেডিকেল হল থেকে একটি ওষুধ কিনেছিলেন। ওষুধ সেবনের পর শিশুটির শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হয়ে আরও অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা ওষুধটির গায়ে উল্লেখিত মেয়াদ পরীক্ষা করে দেখেন। সেখানে দেখা যায়, ওষুধটির মেয়াদ ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসেই শেষ হয়ে গেছে। এরপর ওই ব্যক্তি বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ওষুধের দোকানে যান এবং অভিযোগ জানান।

স্থানীয়দের দাবি, নিয়মিত তদারকির অভাবে বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে ওষুধের দোকান পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি ড্রাগ ইন্সপেক্টরের নিয়মিত পরিদর্শন ও নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

অভিযোগকারীদের প্রশ্ন, প্রায় আট মাস আগে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া একটি ওষুধ কীভাবে বিক্রি হলো? সংশ্লিষ্ট দোকানে দীর্ঘদিন কোনও পরিদর্শন হয়েছে কি না, অথবা তদারকির ক্ষেত্রে কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখার দাবি জানানো হয়েছে।

এছাড়াও, অভিযোগে উল্লিখিত দোকানের স্বত্বাধিকারী তাপস কুমার দেব-এর বিরুদ্ধে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে তদন্ত শুরু হলে প্রকৃত ঘটনা সামনে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

যুব কংগ্রেস কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ জুলাই ।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর থানার অন্তর্গত চন্দ্রপুর ক্লাব এলাকায় দুই যুব কংগ্রেস কর্মীর ওপর হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে শনিবার রাতে ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনার প্রতিবাদে জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক ধর্মনগর থানায় বিক্ষোভ ও ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেন। বিক্ষোভকারীরা অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার, নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। জানা গেছে, হামলায় আহত দুই যুব কংগ্রেস কর্মী বর্তমানে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিন জেলা কংগ্রেস সভাপতি নিরুপম দে অভিযোগ করেন, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে কংগ্রেস কর্মীদের ওপর ধারাবাহিক হামলা চালানো হচ্ছে। তিনি প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

পরে পুলিশের ঊর্ধতন কর্তাদের আশ্বাসে কংগ্রেসের ঘেরাও কর্মসূচি সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা হয়। তবে জেলা কংগ্রেস স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা না হলে তারা বৃহত্তর গণআন্দোলন, লাগাতার বিক্ষোভ এবং আরও কঠোর কর্মসূচির পথে নামবে। এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ছনতৈল গ্রামে গড়ে উঠবে শিশু কন্যা অনাথ আশ্রম, ঘোষণা মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের

আগরতলা, ২৬ জুলাই: সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও অনাথ শিশু কন্যাদের নিরাপদ আশ্রয়, শিক্ষা এবং স্বনির্ভরতার সুযোগ করে দিতে চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ছনতৈল গ্রামে একটি শিশু কন্যা অনাথ আশ্রম নির্মাণ করা হবে। রবিবার একথা জানান রাজ্যের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। মন্ত্রী বলেন, শিশু কন্যা অনাথ আশ্রম কেবল খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে না, বরং অনাথ শিশুদের নিরাপত্তা, শিক্ষা, সংস্কার ও ভালোবাসার পরিবেশ গড়ে তোলে। এখানে প্রতিটি শিশুকে বোঝা নয়, বরং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, আশ্রমে শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি নাচ, গান, চিত্রাঙ্কন, কম্পিউটার শিক্ষা-সহ বিভিন্ন দক্ষতা বিকাশের সুযোগ থাকবে, যাতে তারা ভবিষ্যতে স্বনির্ভর হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, আশ্রমে কর্মরত শিক্ষিকা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত নারীরা শিশুদের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করবেন। তাঁদের স্নেহ, যত্ন ও দিকনির্দেশনায় অনাথ শিশুদের জন্য একটি পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলা হবে। তিনি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এই উদ্যোগে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'শিশু কন্যা অনাথ আশ্রম করুণার স্থান নয়, এটি আগামীর শক্তি গড়ার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এখান থেকেই ভবিষ্যতের ডাক্তার, শিক্ষিকা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা কিংবা শিল্পীরা তৈরি হবে।' চণ্ডীপুরের ছনতৈল গ্রামে এই অনাথ আশ্রম নির্মাণের উদ্যোগকে সমাজকল্যাণমূলক একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

উদয়পুর রেলস্টেশনে ১২ কেজি গাঁজাসহ যুবক আটক, চেন্নাই পাচারের সন্দেহ

আগরতলা, ২৬ জুলাই: উদয়পুর রেলস্টেশনে জিআরপি ও পুলিশের যৌথ অভিযানে প্রায় ১২ কেজি গাঁজাসহ এক যুবককে আটক করা হয়েছে। রবিবার সকালে সাব্রুম-আগরতলা-শিয়ালদহগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস উদয়পুর স্টেশনে পৌঁছালে নিয়মিত তল্লাশি অভিযানের সময় ওই যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়।

পুলিশ তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রথমে তিনি ব্যাগে কী রয়েছে সে বিষয়ে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। পরে ব্যাগ তল্লাশি করে প্রায় ১২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আটক যুবকের নাম সাগর মিয়া (১৯)। তাঁর বাড়ি সিপাহিজলা জেলার মোহনভোগ এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হওয়া গাঁজা চেন্নাইয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

তহশিলদারের সংকটে সোনামুড়া মহকুমায় জনভোগান্তি, দ্রুত নিয়োগের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৬ জুলাই: সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন তহশিল অফিসে পর্যাপ্ত তহশিলদার ও কর্মীর অভাবের কারণে সাধারণ মানুষ প্রতিদিন চরম হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আয়, পিআরটিসি, জাতিগত শংসাপত্র, জমি সংক্রান্ত নথি-সহ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পেতে দিনের পর দিন অফিসে ঘুরেও কাজ হচ্ছে না বলে দাবি করেছেন এলাকাবাসী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোনামুড়া মহকুমায় মোট ১৭টি তহশিল কাছারি থাকলেও বর্তমানে তহশিলদারের পদে কর্মরত রয়েছেন মাত্র ১৪ জন। ফলে একাধিক তহশিলের দায়িত্ব একজন কর্মকর্তাকেই সামলাতে হচ্ছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, দক্ষিণ ধনপুর ও কাঠালিয়া তহশিলের দায়িত্ব একজন তহশিলদারকে একসঙ্গে পালন করতে হচ্ছে। একইভাবে মেলাঘর, তৈইবন্দাল ও কামরাঙ্গাতলী এলাকাতেও একজন কর্মকর্তার ওপর একাধিক তহশিলের দায়িত্ব রয়েছে। এছাড়া বক্সনগর তহশিলের পাশাপাশি ভেলুয়ারচর তহশিলের দায়িত্বও একই তহশিলদারের ওপর ন্যস্ত রয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, বক্সনগর তহশিলের আওতায় আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। এর সঙ্গে আরও একটি তহশিলের দায়িত্ব যুক্ত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সপ্তাহে নির্দিষ্ট কয়েকদিন একটি এবং বাকি দিন অন্য তহশিলে পরিষেবা দিতে হচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের ওপর।

প্রতিদিন আয় শংসাপত্র, পিআরটিসি, এসসি, এসটি ও ওবিসি শংসাপত্র, জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র, বিবাহ নিবন্ধন, জমি সংক্রান্ত নথিপত্র, সীমান্ত পরিচয়পত্র এবং বিভিন্ন সরকারি রিপোর্ট ও জরিপের কাজের জন্য মানুষ তহশিল অফিসে ভিড় জমালেও সময়মতো পরিষেবা মিলছে না বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের মতে, তহশিলদারদের নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন, বিভিন্ন প্রশাসনিক বৈঠকে অংশগ্রহণ এবং দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের কারণে অফিসে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এতে সাধারণ মানুষকে বারবার অফিসে এসে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে। এলাকাবাসীর দাবি, প্রতিটি তহশিল অফিসে পর্যাপ্ত সংখ্যক তহশিলদার ও কর্মী নিয়োগ করা হলে পরিষেবা প্রদানে গতি আসবে এবং সাধারণ মানুষের হয়রানি অনেকটাই কমবে।

ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের খুশিতে সোনামুড়ায় বিজয় মিছিল এসএফআইয়ের

আগরতলা, ২৬ জুলাই: দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেছেন বলে দাবি করে সোনামুড়ায় বিজয় মিছিলের আয়োজন করল ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এসএফআই)-এর সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটি। মিছিল শেষে সংগঠনের সদস্যরা বাজি ফাটিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এসএফআইয়ের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, দেশব্যাপী ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলেই এই সাফল্য এসেছে। এদিন সংগঠনের বিভাগীয় সম্পাদক আনিসুর রহমান বলেন, 'এই জয় গণতন্ত্রের জয়, এই জয় সংবিধানের জয় এবং এই জয় দেশের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জয়।'

তিনি আরও বলেন, 'ভবিষ্যতেও যখনই বিজেপি সরকার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর, বললেন 'এটি জয়-পরাজয়ের বিষয় নয়'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই: কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের বিষয়টি নিয়ে রবিবার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। তিনি বলেন, এটি কোনও রাজনৈতিক জয়-পরাজয়ের বিষয় নয়, বরং ছাত্রদের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়েই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিট পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রদের আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। তাঁদের অন্যতম দাবি ছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাটি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী নিজে ঘটাননি। তা সত্ত্বেও ছাত্রদের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা অযথা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে। তাঁর দাবি, বিরোধীদের কাছে জনগণের সামনে তুলে ধরার মতো কোনও ইস্যু নেই বলেই তারা এই বিষয়টিকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছাত্রসমাজের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

গাড়ি চালককে মারধর ও চাবি আটকে রাখার অভিযোগ বনকর্মীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ জুলাই: গোমতী জেলার উদয়পুরের বনদুয়ার ড্রপগেটে বন বিভাগের কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, গাড়িচালককে মারধর এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ির চাবি আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, রবিবার সকালে ফুলকুমারী সড়ক দিয়ে অমরপুরগামী একটি মালবাহী গাড়ি একটি অটোরিকশাকে পাশ দিতে গিয়ে ড্রপগেটের লোহার খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লাগে।

এতে খুঁটিটি আংশিকভাবে বেঁকে যায়।

এরপর বন বিভাগের কর্মী উত্তম দেববর্মা ও স্থানীয় যুবক শঙ্কর দাস গাড়ির চালকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি চালকের কাছ থেকে গাড়ির চাবি কেড়ে নিয়ে দীর্ঘ সময় তাঁকে আটকে রাখা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, ক্ষয়ক্ষতির জন্য চালক এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে রাজি থাকলেও বনকর্মীরা তা গ্রহণ করেননি। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত গাড়ির চাবি নিজেদের কাছেই রাখা হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনার খবর সংবাদমাধ্যমে পৌঁছানোর পর বন বিভাগের এক আধিকারিকের কাছে চাবি ফেরত দেওয়ার অনুরোধ জানানো হলেও তাতে সাড়া মেলেনি বলে অভিযোগ। পরে বিষয়টি এসডিএফও-র নজরে আনা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেও দাবি করা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমের হস্তক্ষেপে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পরে থানার মাধ্যমে বিকেলে গাড়ির চালকের হাতে চাবি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে, স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, সরকারি কর্মচারী নন এমন এক যুবককে ঘটনায় যুক্ত করে চালকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। ওই যুবকের ভূমিকা কী ছিল এবং কোন ক্ষমতাবলে তিনি ঘটনায় হস্তক্ষেপ করেছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন স্থানীয়দের একাংশ।

অন্যদিকে, বহুদিনের পুরোনো ও জরাজীর্ণ ড্রপগেটটি নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও গাড়িচালকরা। তাঁদের দাবি, অবৈজ্ঞানিকভাবে নির্মিত এই কাঠামোর কারণে বড় মালবাহী যানবাহন চলাচলে প্রায়ই সমস্যা তৈরি হয় এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। আধুনিক ও নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 27-07-2026, 01:37